Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামের আলোকে দাম্পত্য জীবন

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছা:মেহজাবিন তাজনুভা লিখি

রোলঃ 215001559228

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামের আলোকে দাম্পত্য জীবন

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছা:মেহজাবিন তাজনুভা লিখি

রোলঃ 215001559228

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামের আলোকে দাম্পত্য জীবন " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোছা:মেহজাবিন তাজনুভা লিখি, আইডিঃ 215001559228 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামের আলোকে দাম্পত্য জীবন " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: মুজিবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

মোছা:মেহজাবিন তাজনুভা লিখি

আইডিঃ 215001559228

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 1

ইসলামের চোখে বিবাহ ও দাম্পত্য জীবন 1

স্বামীর মর্যাদা 2

বর্তমান প্রেক্ষাপটে নিজের অধিকার 2

শয়তানের দরবারে যা হয় 3

আজকের বিশ্বের জনপ্রিয় প্রোপাগান্ডা 4

ইসলামের চোখে আমির 4

সুন্নত 5

স্ত্রীর রাগ ও অভিমান স্বাভাবিক 5

নারী পাঁজরের বক্র হাড় থেকে সৃষ্টি 6

বক্রুতা নারীর দোষ? 7

নারীর বক্রতা সৃষ্টিগত স্বাভাবিক স্বভাব 7

কষ্টি পাথর 'তাসবীহে ফাতেমী' 8

সন্তানদেরকে শিক্ষাদানে মায়ের ভূমিকা 9

এই বাধন দুটি আত্মার 9

বেহেশতি নারী কারা 9

একজন নেককার স্ত্রী মুক্তার ন্যায় মূল্যবান 10

স্বামীর করণীয় বিষয় সমুহ 12

পাত্রী নির্বাচনে যা খেয়াল রাখা জরুরি 14

বিবাহের উত্তম সময় 15

মুসলমানের বিবাহে নাচ বা গান জায়েজ আছে কি? 15

চারের অধিক সংখ্যক স্ত্রী রাখা যাবে? 16

বিবাহের ক্ষেত্রে স্বাক্ষীর প্রয়োজনীয়তা 16

মাহরামদের সাথে বিবাহ হারাম 17

বিবাহের রাত্রিতে পর পুরুষের সামনে পাত্রীর চেহারা প্রদর্শন করা যাবে কিনা 18

পর্দা ফরজ 'ইবাদাত 18

চেহারা উন্মুক্ত রাখা যাবে? 20

বিবাহের গুরুত্ব 21

আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা যাবে না 21

বিবাহ কেন আবশ্যক 22

নেককার স্ত্রী বাছাইকরন 23

নেককার স্ত্রীর করণীয় 24

পুত্র ও কন্যা সন্তান একমাত্র আল্লাহর দান 24

বিবাহের প্রতি উৎসাহিত করণ 25

'আকিকা কি করতেই হবে 26

গর্ভবতী হওয়ার সময় 27

সহবাসের সময় দোয়া 27

স্বামী -স্ত্রী সহবাস 28

যে সময়ে স্ত্রী সহবাস হারাম 30

স্ত্রী সহবাসে গোসল ফরজ হয় 32

'ফরজ গোসল'-এর ফরজসমূহ হলো 33

'ফরজ গোসল'-এর সুন্নাতসমূহ হলো 33

'ফরজ গোসল'-এর মুস্তাহাবসমূহ হলো 34

স্বামী-স্ত্রীর গোপন কথা প্রকাশ করা উচিত? 34

কোন স্ত্রীকে ফেরেশতারা লা'নত বা অভিশাপ করে 34

স্ত্রীর সাথে রাগা-রাগি খারাপ আখলাকের পরিচায়ক 35

স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক উন্নয়ন 36

স্বামীর নাম ধরে ডাকা কেমন ?..37

স্বামীর নামে নামকরণ বর্তমান ফ্যাশন..37

হস্তমৈথুন হুমকি স্বরুপ..38

তালাক..39

পুরুষ খাসী হওয়ার বিধান কি?..40

পরিবারের জন্য খরচ সদকার মত..40

উপসংহার..41

রেফারেন্স বই সমূহ-..42

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা শুধুমাত্র আল্লাহতালার জন্য। রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর এবং সকল নবীদের উপর। মানুষকে আল্লাহ তায়ালা আশরাফুল মাখলুকাত করে বানিয়েছেন। প্রতিটি মানুষের জীবনে দাম্পত্য জীবন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। দাম্পত্য জীবন কেমন হবে এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে মানুষ নিজের চারিত্রিক ও মানসিক চাহিদা ও প্রশান্তি লাভ করে থাকে।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন -"এবং তার নির্দেশ নির্দেশনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।" **(আর আর রুম আয়াত ২১)** ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "বিবাহের মতো পারস্পরিক এত ভালবাসা অন্য কোথাও পরিলক্ষিত হয় না।" **(ইমাম ইবনে মাজাহ)**

তাই সবার উচিত কুরআন ও হাদিস অনুসারে দাম্পত্য জীবনকে সাজানো।

ইসলামের চোখে বিবাহ ও দাম্পত্য জীবন

ইসলামী শরিয়াতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার তাকাদা দেওয়া হয়েছে। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার বিষয়টি নবী-রাসূলগণের মধ্যে এবং সাহাবীদের মধ্যে বিরাজমান ছিল।
সূরা আন নিসার আয়াত নাম্বার ১ এ আছে
"হে মানব মন্ডলী তোমরা তোমাদের রব কে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেনও তা হতে তোমাদের সহধর্মিনী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উভয় হতে বহু নর ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর সে আল্লাহকে ভয় কর,যার নামের দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপরকে তাগাদা করো এবং আত্মীয়তাকেও ভয় করো, নিশ্চয়ই আল্লাহই তোমাদের তত্ত্বাবধানকারী"।

স্বামীর মর্যাদা

আল কুরআনে মহান রাব্বুল আলামিন বলেন, "পুরুষরা মহিলাদের কর্তা কারণ আল্লাহ তায়ালা তাদের মধ্য থেকে একজনকে অপরজনের উপর শ্রেষ্ঠতা দান করেছেন এবং পুরুষরা তাদের অর্থ সম্পদ ব্যয় করে। সুতরাং স্ত্রীরা আনুগত্য এবং লোক চক্ষুর অন্তরালে তারা আল্লাহর হেফাজতে হেফাজত করে অর্থাৎ অনুপস্থিতিতে নিজের সতীত্ব, সম্ভ্রম ও স্বামীর সকল হকও সংরক্ষণ করে" **(সূরা নিসা আয়াত নং ৩৪)**

বর্তমান প্রেক্ষাপটে নিজের অধিকার

ইসলাম সর্বদা নারী-পুরুষ কে দায়িত্ব পালনে সতর্ক থাকতে বলেছে। নারী-পুরুষের প্রত্যেকের নিজ নিজ কি দায়িত্ব হবে সেটাও ইসলাম বলে দিয়েছে। কিন্তু আজ আমাদের বর্তমান প্রেক্ষাপট ভিন্ন। সবাই নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের চেয়ে অধিকার আদায়ের ব্যস্ত। অধিকার আদায়ের জন্য অনেক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হলেও নিজের দায়িত্ব পালনের জন্য কোন সংস্থা আজ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

ইসলাম মানব জাতিকে দায়িত্ব সচেতনতায় উদ্বুদ্ধ করেছে অধিকার সচেতনতাই নয়। আমরা কেউ নিজেদের ভুলের কথা ভেবে দেখি না। নিজেদেরও যে সংশোধন হওয়া দরকার ভুলের দিকে তাকানো দরকার সেটা আমরা ভুলে যাই। অথচ আল্লাহ বলেছেন , "হে ঈমানদারগণ,তোমরা নিজেদের কথা ভাবো! তোমরা যখন সুপথ প্রাপ্ত হবে তখন কোন পথভ্রষ্টই তোমাদেরকে ক্ষতি করতে পারবে না।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম ছিলেন দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক। তার যুগে সরকারি আমলা বা কর্মচারীগণ যাকাত আদায়ের জন্য জনসাধারণের নিকট আসতেন নবী করিম সাঃ তাদের উদ্দেশ্য করে বলতেন তোমরা যাকাত আদায় করতে গিয়ে সাথে কি আচরণ করবে জানো? তোমাদের আচরণ পদ্ধতি হবে -

"তোমরা তাদের ঘরে গিয়ে যাকাত আদায় করবে এমনটি যেন না হয় যে, তোমরা নির্ধারিত এক স্থানে বসে থাকবে আর লোকদেরকে তাদের যাকাত নিয়ে সে স্থানে আসতে বলবে।"**(আবু দাউদ ১৫৯১ নং)**

তিনি আরো বলেন , "যে ব্যক্তি যাকাত আদায়ের অতিরঞ্জন ও চাপ সৃষ্টি করে সে যাকাত প্রদান না করা ব্যক্তির ন্যায় গুনাহগার হবে।" **(আবু দাউদ ১৫৮৫ নাম্বার হাদিস)**

সকলেই নিজের দায়িত্ব থেকে অধিকারের দিকে বেশি সজাগ থাকবে কিন্তু নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে বেখবর থাকবে এটা ইসলামের শিক্ষা বা আদর্শ কোনটাই নয়।

সুন্দরভাবে জীবন গড়ার পদ্ধতি -

ইসলামে নারী কে বলেছে এটা তোমার দায়িত্ব পুরুষকে বলা হয়েছে এটা তোমার দায়িত্ব সবাই স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করবে। সবাই একে অপরের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকবে একে অপরের হক সম্পর্কে সজাগ থাকবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দৃষ্টিতে এই পৃথিবীতে সর্বাধিক নিকৃষ্টতম কাজ হল স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদ। স্বামী স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া চলাকালে আল্লাহর রহমত তাদের উপর থেকে উঠিয়ে নেওয়া হয়। সাময়িক এর জন্য আল্লাহর রহমত বন্ধ হয়ে যায়।

শয়তানের দরবারে যা হয়

হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে নবী করীম (সা:) বলেছেন, "শয়তান মাঝেমধ্যে সমুদ্রের পানির উপর দরবার বসায়। সভার আয়োজন করে ।তখন তার সকল সাগরেদ যারা তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে হর হামেশা খেটে বেড়াচ্ছে সকলে তার নিকট উপস্থিত হয় এবং সকলের কাছ থেকে নিজ নিজ রিপোর্ট তলব করা হয় । জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে। তখন সকল শিষ্যই কর্মের রিপোর্ট পেশ করে সিংহাসনে উপবিষ্ট ইবলিশ নিরবে তাদের বিবরণ শুনে। তখন এক শিষ্য এসে বলে, এক ব্যক্তি নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে যাচ্ছিল আমি পথিমধ্যে তাকে এক কাজে ফাঁসিয়ে দিয়েছি, যে কারণে সে নামাজ পড়তে পারেনি। তার বক্তব্য শুনে ইবলিশ খুব খুশি হয় এবং বলে খুব সুন্দর কাজ করেছ। তবে সে খুব বেশি খুশি হয় না তারপর অন্য একজন এসে আরজ করে,এক ব্যক্তি ইবাদতের উদ্দেশ্যে কোথাও যাচ্ছি আমি তাকে থেকে বিরত রেখেছি ।একথা শুনেও ইবলিশ আনন্দিত হয়। অনন্তর এক চেলা এসে বলতে শুরু করে, এক দম্পতি বড় ভালোবাসা ও পারস্পরিক আন্তরিকতার সাথে সংসার করছিল, তাদের দিনকাল গভীর সুখ ও আনন্দই কাটছিল ।একদিন আমি হাজির হলাম তাদের সুখময় জীবন সংসারে আর এমন একটি কাণ্ড ঘটালাম, যার পরিণামে পরস্পরের ঝগড়া বেধে গেল এবং তারা পরস্পর বিছিন্ন হয়ে পড়ল । তার এই বক্তব্য তারপর নিজের সিংহাসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে যায় এবং কোলাকুলি করে । তাকে জড়িয়ে ধরে বলতে থাকে- সত্য কথা হলো তুমি সত্যিকার অর্থে আমার প্রতিনিধি, তুমি যা করেছ তা আর কেউ করতে পারেনি।" **(মুসলিম শরীফ, বাবু তাহ রীশিশ শায়তান, হাদিস নাম্বার ৩৮১৩)**

উক্ত হাদিস থেকে এটাই বোঝা যায় যে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ বিবাদ শয়তানের কতটা পছন্দনীয় যা আল্লাহ এবং তার রাসুল সাঃ এর দৃষ্টিতে খুবই ঘৃণিত এবং নিন্দনীয় কাজ। স্বামী স্ত্রী পরস্পর নিজেরা যদি তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ থাকে ,হক আদায়ে সজাগ থাকে তবেই গড়ে উঠবে মধুময় ও সুখি দাম্পত্য জীবন।

নারীর অভিভাবক একমাত্র পুরুষ ছাড়া অন্য কেউ নয়

পুরুষরা মহিলাদের রক্ষক পরিচালক । প্রখ্যাত নববি রহিমাহুল্লাহ এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন কেউ কেউ তরজমা করেছেন **"পুরুষ নারীর শাসক।"**

আজকের বিশ্বের জনপ্রিয় প্রোপাগান্ডা

নারীদের জন্য কর্তা বা হাকিম বানানো হয়েছে। নারীদেরকে পুরুষের অধীন করা হয়েছে। এটা হচ্ছে শরীয়াতের হুকুম ।কিন্তু বর্তমান বিশ্বের আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে নারী-পুরুষের সমান অধিকার। সর্বত্রই শোনা যাচ্ছে নারীর অধিকার। নারী-পুরুষের সমান অধিকারের যে প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে পড়ছে তাতে সমাজে আরো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু পুরুষকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে নারীর অভিভাবক হিসেবে। পুরুষের নিকট নারীর এই অধীনতা ও ঘরে বন্দি থাকাকে সমাজ কটাক্ষ এবং ছোট করে দেখছে।বর্তমান বিশ্বের এই প্রোপাগান্ডা ইসলামী শরীয়তকে অস্বীকার করছে। এই প্রোপাগান্ডা ঘরে ঘরে অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইসলামের চোখে আমির

জীবনের বিশাল সফর পথে আমির থাকা আবশ্যক। আল্লাহ তাআলা পুরুষকেই নারীর জীবনের আমির হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। পৃথিবীর দুঃসাধ্য অনেক বড় বড় কাজ যা নারী করতে পারে না যা পুরুষকে করার শক্তি আল্লাহ দিয়েছেন। ইসলামে স্বামী স্ত্রীর মাঝে সম্পর্ক শাসক ও শাসিতের। তবে ইসলামে শাসক হওয়ার অর্থ এই নয় যে, তিনি কুরসিতে বসে যা ইচ্ছা তাই হুকুম চালাবেন আর স্ত্রী যান্ত্রিক কলের মত সব মেনে নেবেন। কুরআন ও হাদিসের মূল্যায়ন ও দৃষ্টিভঙ্গি হল আমির তার অধীনস্থ দের একজন খাদেম মাত্র। আমির যখন যা মন চাইবে আর নির্দেশ দিবে মানুষের দ্বারা তা করাই

নিবে ইসলাম এই নীতিতে বিশ্বাসী নয়। ইসলামের শিক্ষা হলো অবশ্যই আমির সিদ্ধান্তের মালিক তার সিদ্ধান্তই গ্রহণযোগ্য সে সিদ্ধান্ত হবে জনগণের সেবামূলক ও কল্যাণমূলক।

সুন্নত

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কে বলেন, "আয়েশা কখন তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকো আর কখন অসন্তুষ্ট থাকো তা আমি বুঝতে পারি"। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জিজ্ঞাসা করলেন, "হে আল্লাহর নবী, আপনি কিভাবে তা বুঝতে পারেন? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যখন তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাক তখন তুমি মোহাম্মদের রব এই শব্দে কসম খাও। আর যখন অসন্তুষ্ট থাকো তখন ইব্রাহিমের রব বলে কসম খাও ।আর আমার নাম উচ্চারণ করো না। বরং সেই স্থানে ইব্রাহিম আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম নেও। তখন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন, "হে নবী আমি তখন শুধু আপনার নামটাই বর্জন করি নাম ছাড়া অন্য কোন কিছু বর্জন করিনা। [বুখারী শরীফ, কিতাবুল আদাব হাদিস নং ৬৭৭৮]

এই হাদিস থেকে বোঝা যায় রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা মাঝে মাঝে অভিমান করতেন জেদ করতেন।

স্ত্রীর রাগ ও অভিমান স্বাভাবিক

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা এর ওপর যখন ও অপবাদ লাগানো হয় তখন প্রতিটি মুহূর্তে কেয়ামতের প্রতিধ্বনি শুনছিলেন ।নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও অনুমান করতে পেরেছিলেন কথাটি মানুষের মাঝে জানাজানি হয়ে গেছে ।উৎকণ্ঠা ছিল তার মধ্যেও। একবার আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন আয়েশা তোমাকে এতটা বিচলিত অপেরেশন হওয়ার প্রয়োজন নেই। তুমি যদি বেকসুর নিরাপদ হও আল্লাহতায়ালা অবশ্যই তোমার সকলকেই জানিয়ে দেবেন ।আল্লাহ না করুন যদি তোমার অসতর্কতায় কোন ভুল হয়ে গিয়ে থাকে তবে আল্লাহর দরবারে মাফ চাও ,তওবা কর আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে দিবেন। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথার দ্বারা অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে দুইটি দিক তুলে সান্তনা দিয়েছেন

আলোচনা করলেন কিন্তু সম্ভাব্য দুইটি দিকের কথা আলোচনা করলেন ।এটা ছিল এশার রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার জন্য অসহ্য অসহ্য সীমাহীন যাতনার বিষয়। কারণ বোঝা যায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরেও কিছুটা দুর্বলতা আছে। কারণ তিনিও আয়েশা থেকে এইরূপ কিছু ঘটনা ঘটে যাওয়া সম্ভব মনে করেন। রাসুলের মনে এই সম্ভাবনার ভাবনা হযরত আয়েশাকে দারুনভাবে আহত ও আর্মাহত করে। তিনি বেদনার ভার সইতে না পেরে বিছানায় শুয়ে পড়েন। ঠিক তখনই আল্লাহর আল্লাহ পক্ষ থেকে আয়াত নাযিল হয় এবং হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে নিষ্পাপ করেন তখন হযরত আবু বক্কর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও ঘরে উপস্থিত ছিলেন। আয়াত শ্রবনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বক্কর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খুব আনন্দিত হন। এই সময় আবু বক্কর আয়েশাকে ডেকে বলেন আয়েশা শুভ সংবাদ শোনো আল্লাহ সত্যতা সম্পর্কে নাযিল করেছেন। উঠ! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করো! কিন্তু হযরত আয়েশা উঠছেন না ।শুয়ে আছেন বিছানায় নিঃশব্দে ।তার সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াত শুনলেন তার নির্দোষ ও পবিত্র স্বভাবের বর্ণনা রয়েছে এবং বললেন এটা আল্লাহতালার দয়া করুনা তিনি আমাকে নির্দোষ প্রমাণ করেছেন ,তাই আমি আল্লাহ ছাড়া আর কারো শুকরিয়া করব না, কৃতজ্ঞতা জানাবো না আমি অন্য কাউকে। কারণ আপনারা তো মনে মনে ধারণাই পোষণ করে বসেছিলেন যে আমি হয়তো ভুল করেই বসেছি [সহিহ বুখারী সুরাতুল নূর সহীহ বুখারী সুরাতুন নূর হাদিস ৭৫০]।এ থেকে বোঝা যায় হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এসে দাঁড়াতে অস্বীকার করেছেন ,কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে মনঃক্ষুন্য হননি। এটা ছিল একজন স্ত্রীর অভিমান ।তাই স্ত্রীর অভিমান কে সহ্য করার সক্ষমতা রাখতে হবে।

আলকুরআন কারীম এ সম্পর্কে ছোট ছোট খুঁটিনাটি বিষয়ও বর্ণনা করা হয়েছে।

নারী পাঁজরের বক্র হাড় থেকে সৃষ্টি

নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম) নারীদের উপমা দিতে গিয়ে বলেছেন, নারীদের উপমা হচ্ছে পাঁজরের বাঁকা হাড়ের মতো। পাঁজরের হাড় দেখতে বক্র দেখায়। কিন্তু তার সৌন্দর্য বক্র হওয়ার মাঝে। যতক্ষণ এটা বাঁকা থাকবে ততক্ষণ এ হাড়ের সুস্থতা বজায় থাকবে। সুতরাং কেউ যদি মনে করে, এ হাড় বাকা কেন। এটাকে সোজা করে দেই।

তাহলে হাড়তো সোজা হবে না, তবে ভেঙ্গে যাবে। তখন আর ওটা পাঁজরের হাড় থাকবে না। পুনরায় ওটাকে প্লাষ্টার করে বাঁকা করতে হবে। হাদীস শরীফে নারীদের ব্যাপারে বর্ণিত। হয়েছে-

ان ذهبت تقيمها كسرتها و ان استمتعت بها استمتعت بها وان فيها عوج

যদি তুমি পাঁজরের হাড়কে সোজা করতে চাও, তাহলে হাড় ভেঙ্গে যাবে। আর যদি তার থেকে উপকৃত হতে চাও, তাহলে তার বক্রতা অবস্থায় উপকৃত হতে হবে।

এক আশ্চর্যজনক ও বিরল দৃষ্টান্ত নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম) পেশ করেছেন। তিনি আরো বলেন: তার ঠিক হওয়া তার বক্রতার মাঝেই। যদি সে সোজা হয়, তাহলে মনে করতে হবে ওটা তার অসুস্থতা, সে এখন বীমারগ্রস্ত।

বক্রতা নারীর দোষ?

অনেকে নারীর এ বক্রাকে নারীর দোষ হিসেবে দেখে। নারী বক্র হাড় থেকে সৃষ্টি হয়েছে' এর দ্বারা নবী (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম)-এর নারীর নিন্দা বুঝানো উদ্দেশ্য নয়।

নারীর বক্রতা সৃষ্টিগত স্বাভাবিক স্বভাব

নবী (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম) বলেছেন: যাদ নারী এমন কাজ করে, যা তোমার স্বভাব ও মেজাজের পরিপন্থী, তাহলে এর কারণে তাকে মন্দ বলো না। "তাকে খারাপ মনে করো না। তাকে শাসন করো না। বরং এটা বুঝ যে এটা তার সৃষ্টিগত স্বভাবের চাহিদা। আর যদি তুমি তাকে সোজা করতে চাও তাহলে সে ভেঙ্গে যাবে। সুতরাং তার দ্বারা উপকৃত হওয়া বা লাভবান হতে চাইলে তাকে আপন অবস্থায় বহাল রেখে লাভবান হতে হবে।

কষ্টি পাথর 'তাসবীহে ফাতেমী'

রুটি তৈরী আর চাক্কি, ঘুরাতে গিয়ে হযরত ফাতেমা (রা)-কে ভীষণ পরিশ্রম করতে হতো। যখন 'খায়বার' যুদ্ধে নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে প্রচুর পরিমাণে গনীমতের সম্পদ আসলো, প্রচুর পরিমাণে গোলাম-বান্দী আসলো, নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এগুলো বণ্টন করতে লাগলেন। তখন জনৈক সাহাবী এসে হযরত ফাতেমা (রা)-কে বললেন: আপনিও নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলুন, আপনাকে একজন কাজের বাঁদী দিয়ে দেয়ার জন্যে। তারপর হযরত ফাতেমা (রা) হযরত আয়েশা (রা)-এর ঘরে আসলেন এবং হযরত আয়েশা (রা)-কে বললেন, আপনি আব্বাজানকে (নবী করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলুন, আটার চাক্কি ঘুরাতে ঘুরাতে আমার হাতে কড়া পড়ে গেছে। পানির মশক টানতে টানতে আমার বুকে দাগ পড়ে গেছে। এখনতো গনীমতের অনেক গোলাম-বাঁদী এসেছে। যদি একটি গোলাম বা বাঁদী আমাকে দিয়ে দেন তাহলে আমি এই কষ্ট থেকে একটু বাঁচতে পারি। এ কথা বলে হযরত ফাতেমা (রা) চলে গেলেন।নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যথাসময়ে ঘরে আসলেন। হযরত আয়েশা (রা) নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে আরজ কররেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার কন্যা হযরত ফাতেমা (রা) এসেছিলেন এবং বলছিলেন চাক্কী ঘুরাতে .....। নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তো হযরত ফাতেমা (রা)-এর বাবা। হযরত ফাতেমা তাঁর একান্ত আদরের কন্যা। তাঁর সামনে বলা হচ্ছে, তাঁর কলিজার টুকরার দুঃখ-দুর্দশার কথা! চাক্কী চালাতে চালাতে হাতে কড়া পড়ে গেছে। পানির শমক টানতে টানতে সিনায় দাগ পড়ে গেছে! একজন আদরের কন্যার এ কষ্ট বিবরণী একজন সহৃদয় বাবাকে কতখানি আন্দোলিত করেছে অস্থির করেছে তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি করলেন, তা চিরদিন হৃদয়ের পাতায় এঁকে রাখার মত। তিনি (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত ফাতেমাকে ডাকলেন এবং বললেন ফাতেমা! তুমি আমার কাছে গোলাম অথবা বাঁদীর দরখাস্ত করেছ। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত মদীনার প্রতিটি মানুষ গোলাম এবং বাঁদী না পাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি মুহাম্মদের (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কন্যাকে কোনো গোলাম কিংবা বাঁদী দেয়াটা পছন্দ করি না। নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: তবে মা, আমি তোমাকে একটি আমল বলে দিব, সে আমলটি তোমার জন্যে গোলাম-বাঁদীর চাইতেও উত্তম হবে। রাতের বেলা যখন তুমি শয্যা গ্রহণ করবে, তখন ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ', ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবার' পাঠ করবে। এটাই তোমার জন্যে

গোলাম-বাঁদীর চাইতে উত্তম হবে। হযরত ফাতেমা (রা) বিশ্ব নবীর কন্যা তিনি। তাই প্রতি উত্তরে আর কিছু বলেননি। হুযুর (সা) যা বলেছেন প্রশান্ত চিত্তে তা মেনে নিয়ে ঘরে ফিরেছেন। আর এ কারণে এই 'তাসবীহ'কে তাসবীহে ফাতেমী বলা হয়।

(জামিউল উসূল: ৬/৫০১)

সন্তানদেরকে শিক্ষাদানে মায়ের ভূমিকা

নারীর শুধু ঘরের অভিভাবকই নন, বরং ছেলে-মেয়েদেরকে দেখা-শোনার দায়িত্বও তার গুরু দায়িত্ব। কারণে নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, মেয়েদেরকে তাদের স্বামীর ঘর-সংসার সম্পর্কে জিজ্ঞাসবাদ করা হবে। নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,তোমাদের সকলেই দায়িত্বশীল। তোমাদের সকলকেই নিজ নিজ অধীনস্থদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।
আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে আমাদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করার তৌফিক দান করুন।

এই বাধন দুটি আত্মার

শুধু আইনের সম্পর্কের মাঝেই স্বামী স্ত্রী সীমাবদ্ধ নয় বরং তাদের সম্পর্ক হৃদয় ও আত্মার সম্পর্ক। যে হৃদয় ও আত্মার স্পর্শেই দ্বারা পরিচালিত হয় তাদের জীবনের সমগ্র কর্মকাণ্ড। যে কারণে নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: 'আমি যদি কাউকে অন্য কোনো মানুষের সামনে সেজদা করার নির্দেশ দিতাম, তাহলে স্ত্রীকে বলতাম তার স্বামীকে সেজদা করার জন্যে।'

বেহেশতি নারী কারা

মহিলা সাহাবী হযরত উম্মে সালমা (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: যে মহিলা এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে যে, তার স্বামী তার প্রতি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট, তাহলে সে সরাসরি বেহেশতে চলে যাবে।

একজন নেককার স্ত্রী মুক্তার ন্যায় মূল্যবান

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رض ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ (صحيح مسلم(

'সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বর্ণনা করেন: নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: এ জগতের সবকিছু আরাম আয়েশের বস্তু মাত্র। দুনিয়ার সবচেয়ে উত্তম সামগ্রী, যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়, তা হচ্ছে উত্তম নারী ও নেককার স্ত্রী।

حُبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَا كُمُঅন্য হাদীসে নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: النِّسَاءَ وَالطِّيِّبَ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنَى فِي الصَّلوة كنز العمال: حديث١٨١٣

তোমাদের দুনিয়ার তিনটি জিনিস আমার নিকট প্রিয়। নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কতইনা সুন্দর বাক্য বলেছেন: 'তোমাদের দুনিয়ার মধ্য থেকে।' এটি এ জন্য বলেছেন, কারণ, অন্য স্থানে নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন-

مَا لِي وَلِلدُّنْيَا مَا أَنَا وَالدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا

আমার দুনিয়ার সাথে কি সম্পর্ক? আমি তো এমন আরোহীর মতো, যে কোনো বৃক্ষের ছায়ার স্বল্প সময়ের জন্য বসে। তারপর বৃক্ষকে পিছনে ফেলে চলে যায়।

তাই নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: তোমাদের দুনিয়ার মধ্যে থেকে তিনটি জিনিস আমার নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয়।

এগুলো হচ্ছে, নারী, খুশবু ও নামায। তাই দুনিয়ার সমস্ত নেয়ামতের মধ্য হতে এ তিনটি জিনিস প্রথম স্তরের নেয়ামত।

প্রত্যেক স্বামীর নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখলে, দাম্পত্য জীবন সুখময় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর মধ্যে অধিকাংশগুলো সুন্নাতের মর্যাদাসম্পন্ন। যথা-

(ক) স্ত্রীর অভিমান সহ্য করা।

(খ) শরীয়তের আওতায় স্ত্রীর মন খুশী করতে চেষ্টা করা।

(গ) স্ত্রীর সাথে আনন্দ-ফুর্তি, হাসিঠাট্টা করা।

(ঘ) স্ত্রীর আরাম আয়েশের প্রতি খেয়াল রাখা।

(ঙ) স্ত্রীর কাজে যথাসম্ভব সহযোগিতা করা।

(চ) স্ত্রীর মুখে আদর করে খাবার তুলে দেয়া।

(ছ) খোরপোষের সংকীর্ণতা না করা।

(জ) স্ত্রীকে প্রয়োজনীয় হাত খরচা দেয়া।

(ঝ) স্ত্রীর মন জয় করতে চেষ্টা অব্যাহত রাখা।

(ঞ) মাঝে মধ্যে স্ত্রীর পছন্দনীয় বস্তু উপহার দেয়া।

(ট) সময়মত বাসায় ফেরা এবং সর্বদা স্ত্রীর সাথে রাত্রি যাপন করা।

(ঠ) স্ত্রীর দোষ না দেখে, বরং গুণগুলো দেখা।

(ড) স্ত্রীর সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পরামর্শ করা ইত্যাদি।
তদ্রূপভাবে প্রত্যেক স্ত্রী এককভাবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পালনে সচেষ্ট হলে, দাম্পত্য জীবন সুখময় হবে বলে আশা করা যায়। যথা-

(ক) স্বামীর হককেই সবচেয়ে বড় মনে করা।

(খ) স্বামীকে অন্যায়ভাবে কষ্ট না দেয়া বা তার মনে ব্যথা না দেয়া।

(গ) স্বামীর ডাকে তৎক্ষনাৎ উপস্থিত হয়ে তার মনোরঞ্জন করা।

(ঘ) কখনো স্বামীর অবাধ্য না হওয়া।

(ঙ) স্বামীকে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে জানা।

(চ) নিজের সাধ্যমত স্বামীর সেবা করা। স্মরণ রাখা জরুরী যে ফরযের পর স্ত্রীর জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ আমল হলো স্বামীর খেদমত করা ,নেককার হওয়ার সাথে স্বামীর সন্তুষ্টি অর্জনকারী স্ত্রীকে হাদীসে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

স্বামীর করণীয় বিষয় সমুহ

হালাল মাল দ্বারা স্ত্রীর ভরণ-পোষণ দেয়া স্বামীর উপর ওয়াজিব। স্ত্রীর হাত খরচার জন্যও পৃথকভাবে কিছু দেয়া উচিত। যাতে সে তার একান্ত প্রয়োজন পূরণ করতে পারে, যা সব সময় ব্যক্ত করা অশোভনীয়।

স্বামীর স্বচ্ছলতা থাকলে স্ত্রীর জন্য চাকর-বাকর, আয়া-কাজের মেয়ের ব্যবস্থা করা স্বামীর উপর ওয়াজিব। অবশ্য স্বচ্ছলতা না থাকলে স্ত্রীকেই তখন রান্নার কাজ সামাল দিতে হবে। আর যদি স্ত্রী অসুস্থতার কারণে বা ধনী ঘরের কন্যা হওয়ার কারণে নিজে করতে সক্ষম না হয়, তাহলে স্বামীর দায়িত্ব স্ত্রীর খাবারের ব্যবস্থা করা।

স্ত্রীর বসবাসের জন্য পৃথক ঘর বা কমপক্ষে পৃথক রুম পাওয়া স্ত্রীর অধিকার, যেখানে সে তার মাল-আসবাব হেফাজত করতে পারে এবং স্বাধীনভাবে একান্তে স্বামীর মনোরঞ্জন করতে পারে। উল্লেখ্য, শশুর-শাশুড়ির খেদমত করা স্ত্রীর উপর আইনগত ওয়াজিব নয়। তবে নৈতিক দাবি বিধায় করলে সাওয়াব আছে বরং খেদমতের দায়িত্ব তার স্বামীর। স্বামী তার মাতা-পিতার খেদমত করতে না পারলে লোক দ্বারা করাবে তবে স্বামী যেহেতু আয় উপার্জনের কাজে ব্যস্ত থাকে সেহেতু সে নিজ পিতা-মাতার খেদমত করতে পারে না। তাই স্ত্রীর জন্যে করণীয় হলো স্ত্রী স্বামীর পক্ষ থেকে স্বেচ্ছায় শশুর শাশুরি খেদমত করবে এবং এব্যাপারে স্বামীর উচিত হলো তাকে উৎসাহ দেয়া।

স্ত্রীর সঙ্গে সদাচরণ করা অযথা মনোকষ্ট না দেয়া। পুরুষ তার কর্তৃত্বসূলভ ক্ষমতার অপব্যবহার করে কোনোভাবেই স্ত্রীর সাথে অসৌজন্য আচরণ করতে পারবে না। এটা স্ত্রীর অধিকার।

স্ত্রীর চরিত্রের ব্যাপারে অহেতুক সন্দেহ বা কুধারণা না রাখা। আবার একেবারে অসতর্ক থাকাও উচিত নয় শুধু তাই নয় বরং বর্তমান যুগে স্ত্রীদেরকে পাশ্চাত্যের অনুসরণ-অনুকরণ করা থেকে বিরত রেখে দ্বীনী শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেয়া অবশ্য কর্তব্য।।

হায়েয-নেফাস প্রভৃতির বিধান ও দ্বীনি মাসায়েল নিজে শিখে স্ত্রীকে তা শেখানো। নামায-রোযাসহ দ্বীনের জরুরী বিষয়ের উপর আমল করার জন্য স্ত্রীকে তাগিদ দেয়া। শরীআত পরিপন্থী বিষয়াদী থেকে স্ত্রীকে বিরত রাখা।

প্রয়োজন অনুপাতে স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করা। প্রতি চার মাসে কমপক্ষে একবার স্ত্রীর সাথে যৌনসঙ্গম করা ওয়াজিব।

স্ত্রীর মাতা-পিতা, ভাই-বোন প্রমুখ রক্ত সম্পর্কীয় মাহরাম আত্মীয়-স্বজনের সাথে তাকে দেখা করতে যাওয়ার অনুমতি দেয়া। তবে যাতায়াতের ভাড়া দেয়া স্বামীর আইনগত কর্তব্য নয়, দিলে সাওয়াব হবে। মাতা-পিতার সাথে চাইলে সপ্তাহে একবার। অন্যান্য মাহরাম আত্মীয়ের সঙ্গে বছরে একবার সাক্ষাৎ করতে দিবে।

স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত তার সাথে আযল (যৌনসঙ্গম চলাকালে যোনির বাইরে বীর্যপাত) না করা।

স্ত্রীর সাথে কৃত যৌনসঙ্গম প্রভৃতি গোপন বিষয় অন্যত্র প্রকাশ না করা। এটাও স্ত্রীর অধিকারভুক্ত।

পারিবারিক শান্তি-শৃংখলা রক্ষার স্বার্থে যে ক্ষেত্রে কিছুটা প্রহার করার অনুমতি স্বামীকে দেয়া হয়েছে, সে ক্ষেত্রেও স্বামী সীমালঙ্ঘন করতে পারবে না।

বিনা কারণে স্ত্রীকে তালাক না দেয়া। স্ত্রীর ব্যভিচার, মিথ্যা মতবাদে বিশ্বাস, ফাসেকি প্রভৃতি কারণে তালাক দেয়া হলে স্বামীর জন্য অন্যায় হবে না

স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্য অন্ততঃ কিছুক্ষণ তাকে সময় দেয়া, তার সাথে হাস্য-রস্য ও আনন্দ-ফুর্তি করা।

রাতে স্ত্রীর নিকট শয়ন করাও স্ত্রীর অধিকার।

স্ত্রীর মান-অভিমান করারও অধিকার রয়েছে।

স্ত্রীর ভুল-ত্রুটি হলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা, যতক্ষণ সীমালংঙ্ঘন না হয়।

মহর স্ত্রীর অধিকার। স্বামীর উপর মহর প্রদান করা ফরয। স্বামী মহর প্রদান ব্যতীত মারা গেলে তার পরিত্যক্ত সম্পদের থেকে মহর আদায় করতে হবে।

একাধিক স্ত্রী থাকলে ভরণ-পোষণ, রাতযাপন ইত্যাদি বিষয়ে তাদের মাঝে সমতা রক্ষা করা ওয়াজিব। (আহসানুল ফাতাওয়া)

পাত্রী নির্বাচনে যা খেয়াল রাখা জরুরি

বিবাহের বিষয়ে ছেলে ও মেয়ের বংশ, আর্থিক, সামাজিক, শিক্ষা, তাকওয়া এসব বিষয়ে সমতা রক্ষা করার নাম হচ্ছে কুফু ।
আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হইতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্রী নির্বাচন সম্পর্কে বলেছেন মেয়েদের বিবাহ করার ব্যাপারে চারটি জিনিসের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। তার অর্থ-সম্পদ, বংশমর্যাদা, রূপ-সৌন্দর্য এবং তার দীনদারী। তুমি 'দীনদারী' বিচার করে বিবাহ করো। তাহলে শান্তিলাভ করতে পারবে”। এছাড়াও হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন "কোন ব্যক্তি যেন তার (মুসলমান) ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের কথাবার্তা চলাকালীন সময়ে নিজের ক্রয়-বিক্রয়ের কথা না তোলে এবং কোন (মুসলমান) ভাইয়ের অনুমতি ছাড়া তার বিয়ের প্রস্তাবের উপর যেন প্রস্তাব না পাঠায়। "এ হাদীস থেকে মুহাদ্দিস ও ফুকাহায়ে কেরাম একমত পোষণ করেন যে, একজন বিয়ের প্রস্তাব চলাকালীন সময়ে অন্য জন যেন ঐ পাত্রির প্রস্তাব না পাঠায়।

মুসলিম বানিয়ে ক্ষেত্রে যে সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত সমস্ত ইসলামিক স্কলার এর মতে মুমিন পুরুষ ও মমিন নারীর সাথে হিন্দুসহ সকল মুশরিক পুরুষ ও নারীর বিবাহ হারাম। কোন মুশরিক নারী যদি ইসলাম কবুল করে তাহলে সে যেকোনো মুসলমান মুমিন পুরুষকে বিবাহ করতে পারবে এবং ইসলামের ছায়া তলে আশ্রয় নিতে পারবে এবং যার দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলাম কবুল করেছে ওই ব্যক্তি কিয়ামত পর্যন্ত তার সওয়াব পেতে থাকবে।

বিবাহের উত্তম সময়

বিবাহ করার জন্য নির্দিষ্ট কোন দিন বা সময় নেই। তবে মসজিদে বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়া মুস্তাহাব এই ব্যাপারে অধিকাংশ আলেমের মত রয়েছে
"আবদুর রাজ্জাক ইব্‌ন জুরাইজ সূত্রে ইব্রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ সালেহ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) মসজিদের মধ্যে একদল জমা'আতকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা? তখন তাঁরা বললেন, এখানে 'বিবাহ' হচ্ছে। তখন তিনি বললেন, এ বিবাহ অবৈধ নয়।"এ হাদীসটি 'আল্লামা তিবরানী প্রণীত المعجم الكبير কিতাব এবং আবী না'ঈম আল-ইসবাহানীর রচিত معرفة الصحابة কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং, মসজিদে বিবাহ সম্পাদন হওয়া ভালো। তবে মসজিদের বাইরে হলেও তাতে কোন ক্ষতি নাই।

মুসলমানের বিবাহে নাচ বা গান জায়েজ আছে কি?

মুসলমানের বিবাহে নাচ বা গান সম্পূর্ণরূপে হারাম এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন - "মানুষের কেউ কেউ অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহর পথ হতে মানুষকে বিচ্যুত করবার জন্য অবান্তর কথাবার্তা ক্রয় (সংগ্রহ) করে এবং এই পথটিকে ঠাট্টা-বিদ্রোপ করে। তাদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি (সূরা লোকমান আয়াত ৬)
গান করার ব্যাপরে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন- الْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْب)গানের মাধ্যমে মানুষের অন্তরে মুনাফিকী সৃষ্টি হয়)। [সুনানু আবী দাউদ,হাদীস নং ৪২৭৯]

চারের অধিক সংখ্যক স্ত্রী রাখা যাবে?

পৃথিবীর সকল ফকিহ একমত যে, চারের অধিক সংখ্যক স্ত্রী রাখা হারাম। এ প্রসংগে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَة.

-"নারীগণের মধ্য হতে তোমাদের মন মতো দুটি ও তিনটি ও চারটিকে বিবাহ করো: কিন্তু যদি আশঙ্কা করো যে, ন্যায় বিচার করতে পারবে না, ততে মাত্র একটি বিবাহ করো [সুরা আন নিসা, আয়াত ১] ।চার স্ত্রীর বর্তমান থাকতে পঞ্চম বিবাহ হারাম। সহীহুল বুখারী শরীফেও অনুরূপ বর্ণনা বীর্ণত হয়েছে।" চারের মধ্যে কেউ ইদ্দত পালন রত অবস্থায় থাকলে তার ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্য বিবাহ করা যাবে না। এটাই শরী'আতের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। জাহেলী যুগে একজন পুরুষ মনে যা চায় সে অনুযায়ী বিবাহ করতো। তাতে কোন বাঁধা ছিলো না। আর ইসলাম আসার পর নারীদের সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়ে একত্রে চার জন স্ত্রীর বেশি রাখতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

বিবাহের ক্ষেত্রে স্বাক্ষীর প্রয়োজনীয়তা

এ প্রসংগে 'তাফসীরে তাবারী' কিতাবে বিবাহের মধ্যে সাক্ষী রাখাকে নিশ্চয়ই ফরজ উল্লেখ করে বলা হয়েছে أن لا نكاح إلا بولي وشاهدين (ঐ বিবাহ বিবাহই নয়, যে বিবরে মধ্যে আভিভাবক এবং দুজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী না থাকে)। বিবাহ গ্রহণযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে ইসলামী শরী'আতের সিদ্ধান্ত হলো- (দুজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীর সম্মুখে বিবাহ সম্পাদন হতে হবে; সাক্ষী ছাড়া বিবাহ শুদ্ধ হবে না) ।এক আয়াতে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন- يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم (হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পরস্পরের বিষায়াদির থেকে তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায় পরায়ন ব্যক্তি সাক্ষি থাকা সঙ্গত)[আল মায়েদা-১০৬] আর মিথ্যা সাক্ষি থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (তামরা মিথ্যা সাক্ষি থেকে দূরে থাকো)[আল হুজরাত-৩০] আর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পরিভাষায় شَهَادَةُ الزُّورِ إِشْرَاكًا بِاللهِ (মিথ্যা সাক্ষি আল্লাহর সাথে শরীক বা অংশিদার স্থাপনের মতো মারাত্মক পাপ)।

আভিভাবকের অনুমুতি ছাড়া বিবাহ হবে?

বিবাহের ক্ষেত্রে আভিভাবকের অনুমুতির গুরুত্ব অনেক। কারো মতে- অভিভাবকের অনুমুতি ছাড়া বিবাহ বৈধ হবে না।" [ইমাম বুখারি -৪৭৩২]।এ প্রসংগে 'তাফসীরে কুরতুবী' গ্রন্থাকার বলেন- لمن يعقل وهن النساء)পাত্রী যদি জ্ঞানপ্রাপ্তা ও সাবালেগা হতে হবে)। বিশেষ করে পাত্রী যদি সাবালেগা না হয় এমতাবস্থায় আভিভাবকের অনুমুতি ছাড়া বিবাহ হলে তা নিয়ে মতানৈক্য রয়ে ফকীহগণের মাঝে। কোন কোন ফকীহ্ এর মতে- আভিভাবকের অনুমুতি ছাড়া বিবাহ হলে তা সহীহ বা শুদ্ধ হবে না। আর পাত্রী নাবালেগ তথা অপ্রাপ্ত বয়স্ক হয়, তাহলে তো বিবাহ সহীহ বা শুদ্ধ হবেই না।

মাহরামদের সাথে বিবাহ হারাম

যাদের সাথে রক্ত সম্পর্কের কারণে বিবাহ হারাম, দুধের সম্পর্কের কারণে তাদের সাথে বিবাহ হারাম[ইমাম বুখারী : সহীহুল বুখারী, অনুচ্ছেদ- بَابِ وَيَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النسب হাদীস নং-৪৭০৯।]

বিবাহ যাদের সাথে হারাম এমন ১৪জন প্রসংগে মহান আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে বলেন-

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الأختِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

"তোমদের অবৈধ করা হয়েছে তোমাদের মাতৃগণ, তোমাদের কন্যাগণ, তোমাদের ভগ্নিগণ, তোমাদের ফুফুগণ, তোমাদের খালাগণ, তোমাদের ভ্রাতৃ কন্যাগণ, তোমাদের ভগ্নি কন্যাগণ, তোমাদের সেই মাতৃগণ- যারা তোমাদের স্তন্য দান করেছেন, তোমাদের দুগ্ধ-ভগ্নিগণ, তোমাদের স্ত্রীদের মাতৃগণ তোমরা যাদের সাথে সহবাস করছো, সেই স্ত্রীদের (পূর্ব স্বামীর) যে সকল কন্যা তোমাদের ক্রোড়ে অবস্থিত; কিন্তু যদি তোমরা তাদের সাথে তোমরা সহবাস না করো থাক তবে তোমাদের জন্য কোন অপরাধ নেই এবং যারা তোমাদের ঔরসজাত, সে পুত্রদের পত্নীগণ এবং যা অতীত হয়েগেছে তদ্ব্যতীত দু'ভগ্নিকে একত্রিত করা। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল! করুনাময়।"" [আন নিসা-২৩] ।পবিত্র

কুরআ'নে মহান আল্লাহর চূড়ান্ত সীদ্ধান্তনুযায়ী উল্লেখিত অকাট্য বাণী দ্বারা ১৪জন নারীকে → কিয়ামত পর্যন্ত বিবাহ করা সম্পূর্ণ হারাম।

বিবাহের রাত্রিতে পর পুরুষের সামনে পাত্রীর চেহারা প্রদর্শন করা যাবে কিনা

কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

-" তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করো, তোমরা পূর্বের জাহিলী যুগের নারীদের মত নিজেদের রূপ-সৌন্দর্য ও যৌবনদীপ্ত দেহাঙ্গ দেখিয়ে বেড়িওনা। "[আল-কুরআ'নুল কারীম সূরা আল-আহযাব, আয়াত নং- ৩৩।]

পর্দা ফরজ 'ইবাদাত

পর্দাকে আরবী ভাষায় 'হিজাব' বলা হয়। এর আভিধানিক অর্থ পর্দা, আড়াল, অন্তরাল, দু'বস্তুর মধ্যবর্তী প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি। অর্থাৎ যা দিয়ে কিছু ঢেকে রাখা হয় কিংবা যার সাহায্যে কোন কিছু দৃষ্টির আড়াল করা হয়, তা-ই হিজাব। ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায়- নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশার প্রতিবন্ধকতাকে হিজাব বলা হয়। যাতে কেউ যেন এ কথা বলতে না পারে যে, মহিলারা পুরুষের সাথে মিশে গেছে। অর্থাৎ, অশ্লীলতা ও ব্যভিচার নিরোধের লক্ষ্যে নারী জাতিকে তাদের নিজেদের রূপ-লাবন্য ও সৌন্দর্য আবৃত করে রাখার জন্য যে বিশেষ প্রথা পালন করার নির্দেশ করা হয়েছে তাকেই হিজাব বলা হয়। [ইসলামের দৃষ্টিতে পোষাক পর্দা ও সাজসজ্জা, প্রগুক্ত, পৃ. ১৪] পর্দা করা নামায-রোজার মতোই ফরজ 'ইবাদাত হওয়ার ব্যাপারে নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

يا أيها الشي قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ

-" হে নবী, আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদুরের কিছু অংশ নিজেদের ওপর টেনে নেয়। "[আল-কুর'আন, ৩৩: ৫৯।]

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

-" তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করো, তোমরা পূর্বের জাহিলী যুগের নারীদের মাত নিজেদের রূপ-সৌন্দর্য ও যৌবনদীপ্ত দেহাঙ্গ দেখিয়ে বেড়িওনা।"[আল-কুরআনুল কারীম সূরা আল-আহযাব, আয়াত নং-৩০]

উল্লেখ্য যে, ইহরাম অবস্থায় মহিলাদের জন্যে মুখে নিকাব এবং হাতে দস্তানা পরা নিষেধ। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন-

وَلَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ

-" ইহরামরতঃ অবস্থায় মহিলারা যেন মুখে নিকাব এবং হাতে দস্তানা পরিধান না করে। "[*সহিহুল বুখারি,হাদীস নং ১৭০৭]* এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র যুগেও মুখমণ্ডল আবৃত করার জন্যে নিকাব এবং হাতদুটো ঢাকার জন্যে দস্তানা ব্যবহারের প্রচলন ছিল। শুধু ইহরাম অবস্থায় তা ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছিল। আর এ নির্দেশের উদ্দেশ্য হজ্জের সময় নারীর মুখমণ্ডল জনসাধারণের দৃষ্টিগোচরীভূত করা নয়; বরং এর উদ্দেশ্য হল, ইহরামের অবস্থায় মুখের নিকাব যেন নারীদের পোশাকের কোন অংশবিশেষ না হয়, যা অন্য সময়ে সাধারণভাবে হয়ে থাকে। ইমামগণের সর্বসম্মত মতানুযায়ী ইহরাম অবস্থায় পরপুরুষের দৃষ্টি থেকে চেহারাকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে চাদর দিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা জায়িয; বরং কোন ধরনের ফিতনার আশঙ্কা বা সম্ভাবনা থাকলে চাদর দিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা ওয়াজিব হবে। [আল-মাওসু'আতুল ফিকহিয়্যা, প্রবন্ধ: ইহরাম]

বিভিন্ন হাদীস থেকে এটাও জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর স্ত্রীগণ ও অন্যান্য মুসলিম রমণীগণ ইহরাম অবস্থায়ও নিকাববিহীন মুখমণ্ডল পরপুরুষের দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রাখতেন। হযরত 'আইশা (রা.) বলেন, " যানবাহন আমাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল এবং আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে ইহরাম অবস্থায় ছিলাম। যখন লোকজন আমাদের

সামনা সামনি এসে যেতো, তখন আমরা আমাদের চাদর মাথার ওপর থেকে মুখমণ্ডলের ওপর টেনে দিতাম। তারা চলে গেলে আবার মুখ খুলে ফেলতাম। "[আবূ দাউদ, (কিতাবুল মানাসিক), হা.নং: ১৮৩৩; আহমদ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৩৫০১]

চেহারা উন্মুক্ত রাখা যাবে?

চেহারা ঢেকে রাখা জরুরী কি না? এ প্রশ্নে জবাবে আধুনিক লেখক প্রফেসর ড. আহমদ 'আলী "ইসলামের দৃষ্টিতে পোষাক পর্দা ও সাজসজ্জা" গ্রন্থে পবিত্র কুরআন-হাদীসের আলোকে গবেষণামূলক পর্যালোচনা করেছেন। তা হলো-মহিলাদের চেহারা কি সতরের অংশ এবং তাদের চেহারা ঢেকে রাখা কি জরুরী? এ প্রশ্নের উত্তরে ইসলামী আইনবিদগণের বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে কিছু কিছু লোক ইমামগণের এ ইখতিলাফ থেকে কিছু উদ্দেশ্যমূলক সুবিধা লাভকরারও চেষ্টা করছে, যা মোটেই কাম্য নয়। মহিলাদের চেহারা খোলা ও ঢেকে রাখা সম্বন্ধে ইসলামের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি কি এবং এ বিষয়ে আলিমগণের ইখতিলাফের প্রকৃত স্বরূপ কি, তা সংক্ষেপে নিম্নে তোলে ধরা হল:

মালিকী ও হানাফী ইমামগণের মতে, মহিলাদের চেহারা সতরের অংশ নয়। তাই পরপুরুষের সামনে তাদের চেহারা প্রকাশ করতে কোন অসুবিধা নেই, যদি কোন ধরনের ফিতনা সৃষ্টির আশংকা না থাকে এবং তাতে কোন রূপ অতিরিক্ত সাজ-সজ্জা করা না হয়। তাদের মতে, আল্লাহ তা'আলার বাণী-

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

-"তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে [আল কুর'আনুল কারীম, সূরা আন-নূর, আয়াত নং- ৩১]

বিবাহের গুরুত্ব

বিবাহ চোখের পর্দা ও যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। আর যারা সক্ষমতা না রাখে, তারা যেন রোজা রাখে। কারণ, এটিই তার যৌন প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ রাখার হাতিয়ার। "[অপর সূত্রে সহীহুল বুখারী (হাদীস নং-১৭৭২) বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ عَبْدِ الله رضي الله عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجَ فَإِنَّهُ أَغَضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَا]

রাসূলুল্লাহ (সা.) দুটি বিকল্প পন্থার কথা বলেছেন। বিয়ে করা কিংবা রোজা রাখার মাধ্যমে যৌনশক্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখে [মুসলিম ইবন হাজ্জাজ সহীহ্ লি-মুসলিম, খ. ৫ম, (ই.ফা.বা.২০০২খ্রি.), প্রাগুক্ত, টিকা অংশ, পৃ. ০২।]

রাসূলুল্লাহ (সা.) আরও বলেন, "বিবাহ করা আমার সুন্নাত, সুতরাং যে আমার সুন্নাতকে ভালবাসে সে যেন বিবাহ করে। "[ইমাম ইবন মাজাহ: আস-সুনান, খ. ১ম, হাদীস নং-১৮৪৬, পৃ. ৫৯২।] তিনি ঘোষণা করেছেন:

عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : النكاح سنتي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "বিবাহ আমার পন্থা যে আমার পন্থার প্রতি অনাসক্ত হয় সে আমার আদর্শভূক্ত নয়। "[এ প্র১৬০ ইমাম ইব্ন মাজাহ: আস-সুনান, খ. ১ম, হাদীস নং- ১৮৪৬, পৃ. ৫৯২; জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী: জা'মি'উল আহাদীস, খ. ২২তম, পৃ. ৩১২; মুহাম্মদ শফিক আহম্মদ ও মুহাদ্দিস রুহুল আমীন,ইসলামে মানবাধিকার নাগরিক ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, যুক্তসংখ্যা ৪৭, ৪৮,৪৯ অক্টোবর' ১৯৯৩-জুন, পৃ. ১৫৮।]

আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা যাবে না

মহান আল্লাহ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীদের অভিসম্পাত এবং মন্দ আবাস স্থান নিশ্চিত করে বলেন-

"যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন, তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের জন্য রয়েছে অভিসম্পাত এবং তাদের জন্য আছে মন্দ আবাস। "[সূরা আর-রা'আদ, আয়াত নং- ২৫।
] অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ

"ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে তোমাদের দ্বারা এমনও সম্ভব যে, তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। "[সূরা মুহাম্মদ, আয়াত নং- ২২।] আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর নেক আমল আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন না বলে হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিবাহ কেন আবশ্যক

এ সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন বলেন-

و من أمنية أن خلق لكم من الفكمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَل بينكم مودة و

رحْمَةَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاعَاتِ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون.

-"এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পাস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে। "[আল-কুরআনুল কারীম সূরা আর-রূম, আয়াত নং- ২১।] সহবাসের মাধ্যমে পরস্পর ভালোবাসা ও জৈবিক চাহিদা মিটানোর মাধ্যমে দৈহিক, শাররিক ও মানসিক চুড়ান্ত শান্তি লাভ করে থাকে।

শরীয়তে আদেশ সূচক আহকাম সমূহের মধ্যে বিবাহও একটি হুকুম। সুতরাং, এর বহুবিদ উপকারিতা রয়েছে। তবে এখানে বড়দের বর্ণিত ৫টি উপকার বর্ণনা করা হলো-

১। নিজের যৌনস্পৃহার সঠিক নিয়ন্ত্রন করা।

২। সাংসারিক জীবন সাজানো।

২৩৭ সন্তানাদি জন্ম দেওয়া।

৪। সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আদায়ের মধ্য দিয়ে নিজেকে কর্মঠ করা।

৫। সর্বোপরী নবী (সা.) এর সুন্নত আদায় করা। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, এমন নারীকে বিবাহ কর, যার থেকে বেশী বাচ্চা জন্ম হয়। কেননা, আমি কেয়ামতের দিন আমার উম্মতের আধিক্য নিয়ে গর্ব করব [শায়খ ওয়ালী উদ্দীন: মিশকাতুল মাসাবীহ, নিকাহ অধ্যায়, (বৈরুত: ১৩৯২/১৯৭৯)]সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম-এর বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী যারা সক্ষমতা রাখো, তারা বিবাহ করো। কেননা, বিবাহ চোখের পর্দা ও যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। আর যারা সক্ষমতা না রাখে, তারা যেন রোজা রাখে। কারণ, এটিই তার যৌন প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ রাখার হাতিয়ার।" ইমাম বুখারী: সহীহুল বুখারী, খ. ৯ম, পৃ. ১০৬; সহীহ্ লি-মুসলিম, পরিচ্ছেদ-২ ,হাদীস নং- ৩৪৬৪, পৃ. ১০১৮।]

নেককার স্ত্রী বাছাইকরন

নেককার স্ত্রীর মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَة.ُ

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "দুনিয়ার সব কিছুই সম্পদ। তবে দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম সম্পদ হলো নেককার স্ত্রী।[ইমাম মুসলিম: সহীহ্ লি-মুসলিম, পরিচ্ছেদ-باب خَيْرُ مناع الدلي المرأةُ الصَّالِحَةُ নং-৩৭১৬।]

নেককার স্ত্রীর করণীয়

স্বামীর অনুপস্থিতিতে বা লোকচক্ষুর অন্তরালে অনুগতা ও নেককার স্ত্রীর কর্তব্য হলো নিজেদের মান-ইজ্জত, সতিত্ব এবং স্বামীর সম্পদ রক্ষা করবে। স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রীদের ইজ্জত রক্ষা করার দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন- فالصلحت قنتت حفظت ُلِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ)"সতী নারী তো তারাই, যারা (তাদের স্বামীদের অনুপস্থিতিতে ও লোকচক্ষুর অন্তরালে) অনুগতা এবং নিজেদের ইজ্জত রক্ষাকারিণী; আল্লাহর হিফাযাতে (তাওফীকে) তারা তা হিফাযত করে)। "[আল-কুরআনুল কারীম সূরা আন্ নিসা, আয়াত নং- ৩৪।] এ আয়াতের ব্যখ্যায় সাহাবী হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "নারীদের মধ্যে সর্বোত্তম হলেন ঐ নারী, যিনি নিজেকে পর্দা রেখে গোপন করেন, স্বামীর অনুগতা এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্বামীর সম্পদ ও নিজেদের ইজ্জত রক্ষাকারিণী। তিবরানী: আল-মু'জামুল কাবীর, খ. ১৮তম, পৃ. ৪৪০, হাদীস নং- ১৫২।]["[অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) উল্লেখিত আয়াত পাঠ করলেন।মুসনাদু আত-তায়ালুসী, খ. ৬ষ্ঠ, পরিচ্ছেদ- وما روى سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة হাদীস নং- ২৪৩৪, পৃ. ৩৯৯][[উল্লেখিত পবিত্র কুরআ'নের আয়াত ও হাদীস দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত যে, একজন নেককার স্ত্রীর কর্তব্য হলো-

(০১) নিজে সর্বদা পর্দা পালন করবেন

(০২) স্বামীর অনুগতা হবেন

(০৩) স্বামীর অনুপস্থিতিতে সম্পদ হিফাযত করবেন

(০৪) নিজেদের ইজ্জত রক্ষা করবেন

পুত্র ও কন্যা সন্তান একমাত্র আল্লাহর দান

পবিত্র কুরআ'নের বর্ণনানুযায়ী পুত্র বা কন্যা সন্তান একমাত্র আল্লাহই দেন। যা মহান আল্লাহর ঘোষণা পবিত্র কুরআ'নেই সূরা আত-তারিক-এর ০৫-০৭ নম্বর আয়াতে বিদ্যমান। আর এ ঘোষণা অকাট্য কিয়ামত পর্যন্ত। সুতরাং, ইচ্ছে করলে কেউ পুত্র সন্তান

বা কন্যা সন্তান নেয়ার ইখতিয়ার নাই। পুত্র ও কন্যা সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া প্রসংগে আল্লাহ তাঁর পবিত্র কালামে ইরশাদ করেন-

الله يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اللى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ

-"প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ুতে যা কিছু কমে ও বাড়ে আল্লাহ তা জানেন এবং তার বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। [অপর আল-কুরআনুল কারীম সূরা আর-রা'দ, আয়াত নং-০৮।]এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

لله مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، كَهَبُ لِمَنْ تَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ نشاء الذُّكُورَ، أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ كُشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ

الدير

-"আল্লাহ-ই একমাত্র আসমান ও জমিনের মালিক। তিনি যা চান তাই সৃষ্টি করেন। যাকে চান কন্যা সন্তান দেন। যাকে চান পুত্র সন্তান। আর যাকে চান পুত্র ও কন্যা উভয়ই দেন। আর যাকে চান (কাওকে কিছুই দেন না) তাকে দেন বান্ধ্যা, তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। আল-কুরআনুল কারীম সূরা আশ শুরা, আয়াত নং-৪৯-৫০।]["[উপরোক্ত আল্লাহ তা'আলার আয়াত দ্বয় দ্বারা সুস্পষ্ট (তথা দলীলে কিত্ব'ঈ বা অকাট্যভাবে প্রমাণিত) পুত্র ও কন্যা সন্তান দেয়া বা না দেয়া মহান আল্লাহর হাতে। সুতরাং, সন্তান চাইতে হবে মহান আল্লাহর কাছে। কোন মাজার, পীর, বুযুর্গ ব্যক্তি বা হুজুরের নিকট সন্তান চাইলে তা শিরক হবে। যার গুনাহ অত্যন্ত মারাত্মক।

বিবাহের প্রতি উৎসাহিত করণ

রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজে বিবাহ করেছেন। কাজেই এটা স্বাভাবিকভাবে আমরা সুন্নতে মুহম্মদী বলে থাকি। আসলে বিবাহ পূর্ববর্তী নবীগণেরও সুন্নত। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেন-

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَ جَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

-"নিশ্চয়ই আমি তোমার পূর্বে অনেক রাসূল প্রেরণ করেছিলাম ও তাদেরকে স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি দিয়েছিলাম। ["আল-কুরআনুল কারীম সূরা আর-রা'আদ, আয়াত নং- ৩৭।][এ আয়াত হতে আমরা জানতে পারলাম যে, পূর্ববর্তী সকল নবীই বিবাহ করেছেন, যদিও হযরত ঈসা (আ.) ও হযর ইব্রাহীম (আ.)-এর ব্যতিক্রম। বিবাহ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) উম্মতদেরকে বিশেষভাবে তাকিদ দিয়ে বলেছেন- বিবাহ আমার সুন্নত। যে ব্যক্তি (শক্তি থাকা সত্তেও) আমার সুন্নত আদায়ে বিরত থাকবে, সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়। "[সহীহুল বুখারী, পরিচ্ছেদ - باب الترغيب في النكاح হাদীস নং- ৪৬৭৫।]অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بسنتِي فَلَيْسَ مِنِّي (যে আমার সুন্নত থেকে বিমুখ হলো, সে আমার দলভুক্ত নয়, আর বিবাহ হচ্ছে আমার সুন্নত)। "[ইমাম ইবন মাজাহ: আস-সুনান, খ. ১ম, পরিচ্ছেদ- باب ما جاء في فضل النكاح হাদীস নং- ১৮৩৬, ১৮৪৬, পৃ. ৫৯২।]অতএব, যে আমাকে ভালোবাসে তাকে আমার সুন্নত পালন করা উচিত। তাই যার পক্ষে সম্ভব তার বিবাহ হতে ফিরে থাকা কোনক্রমেই ঠিক নয়। বিবাহ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান ও নির্দেশ প্রদান করে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَانْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ.

-"তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ন তাদেরও।" [আল-কুরআনুল কারীম সূরা আন-নূর, আয়াত নং- ৩২।]

আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন-

ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فيما ملكت أيمانكم من فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ

-"আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বাধীন মুসলমান নারীকে বিবাহ করার সামর্থ রাখে না, সে তোমাদের অধিকারভুক্ত মুসলিম কৃতদাসীদেরকে বিবাহ করবে। "[আল-কুরআনুল কারীম সূরা আন-নিসা, আয়াত নং- ২৫।]

'আকিকা কি করতেই হবে

এ প্রসংগে 'আল্লামা আল-জাওহারী এর প্রণীত الصحاح في اللغة কিতাবে ২৬৭ বলা হয়েছে-

وشعر كل مولود من الناس والبهائم الذي يولد عليه عقيقة،

"সন্তান জন্মগ্রহণের পর আল্লাহর শুকরিয়া ও আনন্দের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যে পশু জবাই করা হয়, তাকে আকিকা বলা হয়।"[আস্ সিহাহ্ ফীল-লুগাহ, প্রাগুক্ত; আবী 'উবায়দ: 'গারীবুল হাদীস' গ্রন্থে (খ. ২য়, পৃ.২৮৪)

গর্ভবতী হওয়ার সময়

সাধারণত শেষ মাসিকের ১২ দিন পর এই সময় আসে। ডিম্বস্ফোটনের ৭ দিনব্যাপী সময়ের মধ্যে স্বামীর সঙ্গে মিলন হলে একজন স্ত্রীর গর্ভবতী হবার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী। একটি ডিম্বাণু ডিম্বাশয় থেকে নির্গত হওয়ার পর ১২ থেকে ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত জীবিত থাকে। গর্ভধারণের লক্ষ্যে এ সময়ের মধ্যেই ডিম্বাণুটিকে শুক্রাণুর সাথে মিলিত হতে হবে। এমন কোন কথা সেই যে যেই দিন ডিম্বস্ফোটন হয় শুধু সেই দিন মিলিত হলেই আপনি গর্ভবতী হতে পারবেন। একজন নারীর শরীরে শুক্রাণু ২-৩ দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। এই কারণে ডিম্বস্ফোটনের ২-৩ দিন আগে মিলন হলেও শুক্রাণুটি ডিম্বাণুর জন্যে ডিম্বনালীর ভেতর অপেক্ষা করে থাকতে পারে। অধিকাংশ নারীর মাসিক শুরুর ১০-১৬ দিন আগে ডিম্বস্ফোটন হয়। আরও পরিস্কার করে বলতে গেলে মাসিকের প্রথম দিন থেকে একজন নারীর মাসিক চক্র গণনা করা হয়। এর কিছুদিন পর তার ডিম্বস্ফোটন হয় এবং তার ১০-১৬ দিন পর তার আবার মাসিকহয়। স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী মাসিকের গড় চক্রকাল হচ্ছে ২৮ দিন অন্তর অন্তর। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর কিছু বেশি অথবা কম সময়েও মাসিক হতে পারে।

সহবাসের সময় দোয়া

সহীহ হাদীসের বর্ণনানুযায়ী স্ত্রী সহবাসের সময় নিম্নোক্ত দোয়া পড়তে হয়-

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِي الهله قال باسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مَا رَزَقْتَنَا فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرُ مِنهُمَا ولد في ذلك لم يَضُرَّهُ شَيْطَان أَبدًا.

"আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "কেউ তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হতে চাইলে বলবে- باسم الله اللهم جلب الشيطان وحلب الشيطان ما روف)উচ্চারণ: "আল্লাহুম্মা জান্নিবনাশ শাইতানা ওয়া জান্নিবিশ শাইতানা মা রাযাক্তানা)।" অর্থ-"হে আল্লাহ। তুমি আমাদেরকে যে রিযিক দান করছো, সে ব্যাপারে শয়তান থেকে আমাদেরকে দূরে রাখো এবং শয়তানকেও আমাদের থেকে দূরে রাখো)। এ সহবাসে তাদের মধ্যে যদি কোন সন্তান নির্দিষ্ট হয়ে থাকে, তা হলে শয়তান কখনও তার ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। [ইমাম মুসলিম। সহীহ্ লি-মুসলিম, পরিচ্ছেদ- باب ما يمتنحب أن يقولة عند الجماع হাদীস নং- ৩৬০৬।]

স্বামী -স্ত্রী সহবাস

স্ত্রীদের সাথে সহবাস বা আনন্দ উপভোগ করার বিষয়ে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

نسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ قَالُوا حَوْلَكُمْ إلى شكم وقَدَّمُوا لِاَلْفُسَكُمْ وَاتَّقُوا الله وَاعْلَمُوا أَلَكُمْ مُلْقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنيِين.

-"তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য ক্ষেত্র স্বরুপ; অতএব, তোমরা যেভাবেই ইচ্ছা করো গমণ করো ও স্বীয় জীবনের জন্য পাথেয় পূর্বেই প্রেরণ করো এবং আল্লাহকে ভয় করো ও জেনে রাখো যে, তোমাদের সবাইকে তাঁর মুখোমুখি হতে হবে এবং বিশ্বাসীগণকে সুসংবাদ প্রদান করো।"[সুরা আল বাকারা-২২৩] এ আয়াত দ্বারা স্পষ্ট যে, স্বামী ইচ্ছে করলে স্ত্রীকে উপড় করে অথবা উপড় না করেও ইচ্ছা অনুসারে সহবাস করতে পারে। তবে সামনের পথ ছাড়া পায়খানার রাস্তা দিয়ে সঙ্গম শতভাগ সম্পূর্ণ হারাম।[মুসলিম ইবন হাজ্জাজ। সহীহ্ লি-মুসলিম, খ. ৫ম, ১ম, সং, অনু, মাওলানা মোজাম্মেল হক ও মাওলানা আফলাতুন কায়সার, (ঢাকা। ই.ফা.বা. ১৪২২হি,-২০০২খ্রি.), টিকা অংশ, পৃ. ৭৩]

রমজান মাসেও রাতের বেলায় (সুর্যাস্ত থেকে সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত) আপন স্ত্রীর সাথে সহবাস বৈধ করে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُوْنَ الْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْاٰنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُم.ْ

-"রোযার রজনীতে আপন স্ত্রীর সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের জন্য আবরণ এবং তোমরা তাদের জন্য আবরণ। তোমরা যে আত্ম প্রতারণা করছিলে, আল্লাহ তা পরিজ্ঞাত আছেন। এ জন্য তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন এবং তোমাদের অব্যাহতি দিয়েছেন। অতএব, এক্ষণে তোমরা রোযার ক্ষেত্রেও তাদের সাথে সহবাস করো এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা লিপিবদ্ধ করেছেন তা অনুসন্ধান।"[আল-কুরআনুল কারীম সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত নং- ১৮৭।]।

সহবাসের পদ্ধতি সমূহ

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ (স্ত্রীগণ তোমাদের পোষাক এবং তোমরা তাদের পোষাক)। [আল-কুরআনুল কারীম সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত নং- ১৮৭।]এ আয়াতের আলোকে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই যেহেতু একে অপর থেকে তৃপ্তি অর্জন করে থাকে তাই তাদের দু'জনকেই এ কথা বুঝা উচিত যে, অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণের দ্বারা যেমন দেহ সুস্থ্যতার পরিবর্তে অসুস্থ হয়ে যায়। তদ্রূপ অতিরিক্ত যৌনতৃপ্তি লাভের দ্বারাও শরীর সাস্থ্য ভেঙ্গে পরে। অত্যাধিক সহবাসের দ্বারা স্বামীর যেমন ক্ষতি হয়, স্ত্রীরও তেমনি।

শরীয়ত মোতাবেক অস্বাস্থ্যকর কর্ম ইসলামে নিষিদ্ধ। যেমন- পায়ুপথে শারীরিক মিলনে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ঝুঁকির সম্ভাবনা পাওয়া গেছে, ইসলামে অনেক আগে থেকেই নিজের স্ত্রীর সাথেও পায়ুপথে শারীরিক মিলনে হারাম বা নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এটা স্পষ্ট নাজাস বা অপবিত্র والنجس فكل نجس حرام (আর প্রত্যেক নাজাস বা অপবিত্র হওয়ায় তা হারাম)। [সুতরাং, আহমদ ইবন 'আবদির রাজ্জাক, কিতাব- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء খ. ৭ম, পৃ. ৪০৭।]গোপনাঙ্গে মুখ দেওয়া হারাম। এছাড়া শারীরিক মিলন করলে শুধু মুখ না, মানুষের শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গই অপবিত্র হয়ে যায়। ফরজ গোসলের মাধ্যমে সারা দেহের প্রতিটি অঙ্গের পবিত্রতা ফিরে আসে।

গোপনাঙ্গতে মুখ লাগানো এটি একটি পশুভিত্তিক আচরণ। আর এ কথা সত্য যে هُوَ النَّجِسُ وَكُلُّ نَجِسٍ حَرَام (এটা মারাত্মক নাপাক, প্রত্যেক নাপাকই অপবিত্র)। [তুহফাতুল আহওয়াযী, অধ্যায়- و من سورة المائدة খ. ৭ম, পৃ. ৩৭১।]

যে সময়ে স্ত্রী সহবাস হারাম

পাঁচ সময় সহবাস হারাম। তা হলো:

(এক) রমযান মাসে দিনের বেলায় স্ত্রী-সঙ্গম হারাম

রমযান মাসে দিনের বেলায় (সুর্যাদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত) আপন স্ত্রীর সাথে সহবাস বা স্ত্রী-সঙ্গম হারাম করে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

أَحِلَّ لَكُمْ ليلة الصيام الرقثُ إِلى نسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لكم وانتم لباس لهن علم الله الكُمْ كُنتُمْ تَحْتَانُونَ الفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْنَ بَاشِرُوهُنَّ

وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ.

-"রোযার রজনীতে আপন স্ত্রীর সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের জন্য আবরণ এবং তোমরা তাদের জন্য আবরণ। তোমরা যে আত্ম প্রতারণা করছিলে, আল্লাহ তা পরিজ্ঞাত আছেন। এ জন্য তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন এবং তোমাদের অব্যাহতি দিয়েছেন। অতএব, এক্ষণে তোমরা রোযার ক্ষেত্রেও তাদের সাথে সহবাস করো এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা লিপিবদ্ধ করেছেন তা অনুসন্ধান। [আল-কুরআনুল কারীম সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত নং- ১৮৭।]

(দুই) হায়েয অবস্থায় স্ত্রী-সঙ্গম হারাম

স্ত্রীদের প্রতি মাসে যে রক্ত জরায়ু থেকে প্রবাহিত হয়, তাকে আরবীতে 'হায়েয', বাংলায় 'ঋতুস্রাব বা মাসিক' এবং ইংরেজীতে 'মিন্‌স' বলা হয়। মাসিক স্ত্রীদের মসিক বা হায়েয অবস্থায় সহবাস বা স্ত্রী-সঙ্গম হারাম। এমতাবস্থায় সহবাস করলে অবশ্যই উভয়ে জঘণ্যতম গুনাহগার হবে। স্বামী জোর করে সহবাস করলে, দুটি মারাত্মক গুনাহের মধ্যে গণ্য হবে। একটি মহান আল্লাহর আঈন লঙ্ঘন এবং অপরটি স্ত্রীর উপর জুলুমের অপরাধ। আর হায়েয অবস্থায় স্ত্রী জোর করে স্বামীকে সহবাসে বাধ্য করালে, ঐ স্ত্রীও একই অপরাধে অপরাধী হবে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

ملُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

-"তারা আপনাকে (স্ত্রী লোকদের) ঋতুস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে; আপনি বলুন! এটা হচ্ছে কষ্টদায়ক অবস্থা। অতএব, ঋতুকালে স্ত্রীলোকদের থেকে (সঙ্গম না করে) বিরত থাকো এবং উত্তমরূপে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটে (সহবাসের নিয়তে) যেও না (সঙ্গম করো না)। অনন্তর যখন তারা পবিত্র হবে, তখন আল্লাহর নির্দেশ মতে তোমরা তাদের নিকট গমণ করো (সঙ্গম করতে বাধা নেই)। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমা প্রার্থীগণকে ভালোবাসেন এবং পবিত্রতা অর্জনকারিকেও ভালোবাসেন।"[সুরা আল বাকারা ,আয়াত ২২২]

(তিন) নেফাস অবস্থায় স্ত্রী-সঙ্গম হারাম:
স্ত্রীদের নেফাস (সন্তান প্রসোবত্তর স্রাব) অবস্থায় সহবাস বা স্ত্রী-সঙ্গম করাও হারাম। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (সা.) ঘোষণা করেছেন, যা সহীহ মুসলিম, সুনানু আবী দাউদ, মুস্তাখরিজু আবী 'আওয়ানাহ হাদীসের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে-

وإن كانت في دمها غير أَنْ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجَهَا حَتَّى الطهر

-"নিফাস চলাকালীন সময়ে সহবাস করবে না, পবিত্র হওয়ার পর সহবাস করবে।[সুনানুদ দারেমী,হাদিস নং ১১২৪] হায়েযের ন্যায় নেফাসের সময় ঠিক একই হুকুম।

মাসআলা- হায়েযের সর্বনিম্ন সময় তিন দিন এবং সর্বোচ্চ ১০ দিন এবং নেফাসের সর্বোচ্চ সময় ৪০ দিন। কমের কোন নির্দিষ্টতা নেই। বাচ্চা ভূমিষ্ট হওয়ার পর ৪০ দিনের আগে যখনি রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে। তখনই নেফাসের সময় শেষ ধরা হবে। আর তখন থেকেই নামাজ, রোজা তথা ঐ সমস্ত ইবাদত যা নেফাসের কারণে বন্ধ ছিল। শুরু করে দিতে হবে। অনেকে ৪০ দিন পূর্ণ হওয়ার অপেক্ষা করে। ইহা বড় ধরনের ভুল। (রক্ত বন্ধের পর) গোসল ফরজ হওয়ায় গোসল করার পর সমস্ত ইবাদত আগের মতোই করবে।

(চার) মসজিদে স্ত্রী-সঙ্গম করা হারাম

মসজিদে ই'তিকাফরত অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে মিলিত হওয়া হারাম। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا كَذَلِكَ تحين اللهُ أَكْتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُون.َ

-"আর তোমরা মসজিদে ই'তিকাফরত অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে মিলিত হয়ো না। এটা আল্লাহর সীমারেখা, সুতরাং তোমরা তার নিকটবর্তী হয়ো না।"[৩৩৪ আল-কুরআনুল কারীম সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত নং- ১৮৭।]
সুতরাং, মসজিদে স্ত্রীদের সাথে মিলিত হওয়া সম্পূর্ণ অবৈধ।

(পাঁচ) হজ্জের সময় স্ত্রী-সঙ্গম হারাম

হজ্জের সময় স্ত্রী-সঙ্গম করা নিষিদ্ধ। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

-"যে ব্যক্তি এই মাসসমূহে হজ্জ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তার জন্য হজ্জের সময় স্ত্রী-সঙ্গম, অন্যায় আচরণ ও কলহ-বিবাদ বিধেয় নয়। তোমরা উত্তম কাজের যা কিছু করো আল্লাহ তা জানেন। তোমরা
পথখরচার ব্যবস্থা করো। আত্মসংযমই উত্তম পাথেয়। হে জ্ঞানীগণ! তোমরা আমাকে ভয় করো। তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করায় তোমাদের কোনো পাপ নেই। যখন তোমরা আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন করবে তখন 'মাশআরুল হারামের' কাছে পৌছে আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং তিনি যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন ঠিক সেভাবে তাঁকে স্মরণ করবে। এরপর অন্যান্য লোক যেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও সেই স্থান থেকে প্রত্যাবর্তন করবে। বস্তুত আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। এরপর এখন তোমরা হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করবে তখন আল্লাহকে এমনভাবে স্মরণ করবে যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষকে স্মরণ করতে অথবা তদপেক্ষা অধিক অভিনিবেশ সহকারে।"[আল-কুরআনুল কারীম: সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত নং- ১৯৭-২০০] ।সুতরাং, হজ্জের সময় স্ত্রী-সঙ্গম, অন্যায় আচরণ ও কলহ-বিবাদ হারাম।

স্ত্রী সহবাসে গোসল ফরজ হয়

স্ত্রী সহবাস কয়েকবার করলেও উভয়ের উপর গোসল করা একবার 'ফরজ' হয়ে যায়। অবশ্য একবার সহবাসের পর পুনরায় সহবাসের পূর্বে অজু করা সুন্নাত। সহবাসের ক্ষেত্রে স্ত্রীর যৌনাঙ্গে পুরুষাঙ্গের সর্বনিম্ন আগাটুকু (সুপারি পরিমাণ অংশ) প্রবেশ করলেই

(বীর্যপাত না হলেও) 'গোসল ফরজ' হয়ে যাবে। গোসলের মাধ্যমে পবিত্র হয়ে সালাত, সাওম আদায় করবে। স্ত্রী সহবাস করলে উভয়ের উপর 'গোসল ফরজ' হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَ إِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا)যদি তোমরা অপবিত্র থাকো, তা হলে বিশেষভাবে পবিত্র হবে)। "[৩৩৭ আল-কুরআনুল কারীম সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত নং- ০৬।]

অন্যাত্রে আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِيْ سَبِخل حتى (পথচারী অবস্থায় থাকা ব্যতীত গোসল না করা পর্যন্ত অপবিত্রাবস্থায় নামাযের নিকটবর্তী হয়ো না)।" আল-কুরআনুল কারীম সূরা আন্-নিসা, আয়াত নং- ৪৩।]
জানাবাত বা স্ত্রী সহবাস করার কারণে উল্লেখিত দু'টি আয়াত দ্বারা গোসল ফরজ করা হয়েছে।

'ফরজ গোসল'-এর ফরজসমূহ হলো

'ফরজ গোসল'-এর জন্য তিনটি ফরজ কাজ বা পদ্ধতি রয়েছে। তা হলো:

(এক) গড়গড়া কুলি করা, (দুই) নাকে পানি পৌঁছানো এবং (তিন) সমস্ত শরীরে ভালোভাবে পানি ঢেলে পানি পৌঁছানো। তাতে শাবান বা শ্যাম্পু ব্যবহার করা যেতে পারে।

'ফরজ গোসল'-এর সুন্নাতসমূহ হলো

ফরজ গোসল'-এর জন্য সাতটি 'সন্নাত' কাজ বা পদ্ধতি রয়েছে। আমলগুলো হলো:

(এক) গোসল করার নিয়ত করা, (দুই) ফরজ কাজগুলোর মাঝে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা, (তিন) প্রথমে অজু করা, (চার) দুই হাতের কবজি পর্যন্ত ধোয়া, (পাঁচ) শরীরে কোন নাপাকি থাকলে তা দুর করা, (ছয়) মেসওয়াক করা, (সাত) সারা শরীরে তিনবার পানি ঢালা।

'ফরজ গোসল'-এর মুস্তাহাবসমূহ হলো

(এক) উচু স্থানে বসে গোসল করা, যাতে পানি গড়িয়ে যায় ও গায়ে ব্যবহৃত পানির ছিটা না লাগে, (দুই) পানির অপচয় না করা, (তিন) বসে বসে গোসল করা, (চার) লোক সমাগমের স্থানে গোসল না করা, (পাঁচ) পাক জায়গায় গোসল করা, (ছয়) ডান দিক থেকে গোসল শুরু করা

স্বামী-স্ত্রীর গোপন কথা প্রকাশ করা উচিত?

স্বামী-স্ত্রীর মিলন সংক্রান্ত প্রেমপূর্ণ গোপন কথা প্রকাশ করা হারাম। বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِى يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إن من أثر الناس عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتَفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنصرُ سِرهَا.

"আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি হবে এমন একটি লোক যে তার স্ত্রর সাথে মিলিত হয় এবং স্ত্রী সহবাস করে, অতঃপর সে স্ত্রীর গোপন কথা প্রকাশ করে দেয়। [সহীহ্ লি-মুসলিম, পরিce باب الكريم إفشاء سير المراد হাদীস নং-৩৬১৫]এ সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, স্বামী-স্ত্রীর মিলন সংক্রান্ত যেসব প্রেমপূর্ণ গোপন কথা প্রকাশ করা হারাম। সমাজের কল্যাণের জন্য এগুলোকে গোপন রাখতে রাসূলুল্লাহ (সা.) নির্দেশ দিয়েছে এবং প্রেমপূর্ণ গোপন কথা প্রকাশকারী কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হবে। কারণ, এতে লজ্জা ও সম্ভ্রমের দিকগুলো উন্মোচিত করা হয়।

কোন স্ত্রীকে ফেরেশতারা লা'নত বা অভিশাপ করে

-"আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "স্ত্রী যখন স্বামীর বিছানা ত্যাগ করে রাতিযাপন করে, তখন ফেরেস্তারা তাকে লা'নত করতে থাকে।"[সহীহ্ লি-মুসলিম, পরিচ্ছদ - باب تحريم امتِنَاعِهَا مِنْ فِرَاشِ زَوْجِهَا হাদীস নং- ৩৬১১।]

তবে শরী'আত সম্মত কারণ থাকলে তা স্বতন্ত্র কথা। হায়েয অবস্থায়ও স্বামীর বিছানা থেকে স্বতন্ত্র থাকার কোন প্রয়োজন নেই। অনেক মহিলাকেই দেখা যায় স্বামী-স্ত্রীতে একটু খুনসুটি হলেই স্বামীকে শাস্তি দেওয়ার মানসে তার সঙ্গে দৈহিক মেলামেশা বন্ধ করে বসে। এতে অনেক রকম ক্ষতি দেখা দেয়। পারিবারিক অশান্তির সৃষ্টি হয়। স্বামী দৈহিক তৃপ্তির জন্য অবৈধ পথও বেছে নেয়, অন্য স্ত্রী গ্রহণের চিন্তাও তাকে পেয়ে বসে। এভাবে বিষয়টি হিতে বিপরীত হয়ে দাঁড়াতে পারে। সুতরাং, স্ত্রীর কর্তব্য হবে স্বামী ডাকামাত্রই তার ডাকে সাড়া দেওয়া। এ প্রসংগে অন্যাত্রে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا.

-"আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "সে মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বিছানায় আহ্বান করলো, কিন্তু সে (স্ত্রী) যদি আসতে অস্বীকার করে, তাহলে স্বামী তার প্রতি অসন্তুষ্টি না হওয়া পর্যন্ত যিনি আসমানে আছেন (আল্লাহ তা'আলা) তিনি তার (স্ত্রীর) প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। "[পূর্বোক্ত, হাদীস নং- ৩৬১৩।] উল্লেখিত সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, যখন কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে স্বীয় শয্যা গ্রহণ বা দৈহিক মিলনের জন্য আহবান জানায়, কিন্তু স্ত্রী তা অস্বীকার করায় স্বামী তার ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে রাত কাটায়, তখন ফিরিশতাগণ সকাল পর্যন্ত ঐ স্ত্রীর ওপর অভিশাপ দিতে থাকে। স্বামী স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্টি থাকার কারণে আসমানের মালিক আল্লাহ তা'আলাও ঐ নারীর প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন। [এ সম্পর্কে 'মুসান্নাফ ইব্ন আবী শায়বার (অনুচ্ছেদ- ما حق الزوج على امرأته হাদীস নং-১৫০/৩)]

স্ত্রীর সাথে রাগা-রাগি খারাপ আখলাকের পরিচায়ক

রাসূলুল্লাহ (সা.) স্ত্রীর সাথে রাগা-রাগি না করার পরামর্শ দিয়েছেন। শর'ঈ হুকুম ব্যতীত স্ত্রীর সাথে রাগান্বিত হওয়া ঠিক না, বরং রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন-(وَاسْتَوْصُوا بالنساء) "তোমরা মেয়েদের সাথে সৎ ও উত্তম আচরণ করো।"[৩৬৩ ইমাম মুসলিম: সহীহ্ লি-মুসলিম, পরিচ্ছেদ- باب الوصية بالنساء হাদীস নং- ৩৭২০।]
বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ لَنْ تستَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلاَقُهَا.

-"আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "স্ত্রীলোককে পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সে কখনও তোমার সাথে সহজ ব্যবহার করবে না বা সোজা হয়ে চলবে না। তুমি যদি তার বক্রতা মেনে নিয়ে তার নিকট থেকে ফায়দা পেতে চাও তাহলে ফায়দা পাবে। আর যদি তার বক্রতা সোজা করতে যাও, তাহলে তাকে ভেঙে ফেলবে। আর ভেঙে ফেলার অর্থ হলো 'তালাক'।"[মাম মুসলিম: সহীহ্ লি-মুসলিম, পরিচ্ছেদ- باب الوصية بالنساء হাদীস নং- ২৬৭০, ৩৭১৯।]এ সহীহ্ হাদীসের প্রকৃত অর্থ হলো- মেয়েদের স্বভাবে কিছু বক্রতা আছে, যা দূর হবার নয়। তাই হাদীসে পুরুষদেরকে সাবধান করে দেয়া হচ্ছে, যদি স্বামী হিসেবে কঠোরতার মাধ্যমে স্ত্রীদের এই বক্র স্বভাব দূর করতে বা সংশোধন করতে চেষ্টা করো, তা হলে পরিণতি 'তালাকের' দিকে যেতে পারে। আর যদি ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে তাদের আচরণ গ্রহণ করো এবং নিজে তাদের সাথে ভালো ব্যাবহার করো, তাহলে তাদের স্বভাবে বক্রতা থাকা সত্ত্বেও তাদের দ্বারা উপকৃত ও আনন্দিত হতে পারবে। হাদীসের অপর বর্ণনায় এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ أَوْ قَالَ : غَيْرَهُ.

-"আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "কোন ঈমানদার পুরুষ যেন কোন ঈমানদার নারীর প্রতি (স্বামী-স্ত্রীর প্রতি) ঘৃণা-বিদ্বেষ বা শত্রুতা পোষণ না করে। কারণ একটি স্বভাব পছন্দনীয় না হলেও অন্য একটি স্বভাব অবশ্যই পছন্দনীয় হবে। [ইমাম মুসলিম সহিহ লি মুসলিম হাদিস নাম্বার ৩৭২১।]

স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক উন্নয়ন

কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কেউ একা সিদ্ধান্ত নিবে না, স্বামী স্ত্রী পরস্পর সমঝোতার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিবে। কোন কারণে ঝগড়া ,তর্ক,বিবাদ ,ভুল বোঝাবুঝি হলে সবচেয়ে সুন্দর একটা জিনিস হতে পারে চিরকুট লেখা। চিরকুট এর মাধ্যমে একটা অন্যরকম

অনুভূতি কাজ করবে যা সকল রাগ অভিমান দূর করে দিবে,পরস্পরের মনকে নরম করে দিবে।

স্বামীর নাম ধরে ডাকা কেমন ?

স্বামী স্ত্রীকে নাম ধরে ডাকতে পারবে এতো কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু স্ত্রীর স্বামীর নাম ধরে ডাকা ইসলামের দৃষ্টিতে এক প্রকার অসৌজন্যতা, তাই এমনটা করা মাকরূহ বা অনুচিত। [ফতুয়ায়ে রহীমিয়া, খ. ২য়, পৃ. ৪১৩।]

স্ত্রীর নিকট স্বামী হলেন সবচেয়ে সম্মানের পাত্র। অতএব, যেভাবে ডাকলে স্বামী খুশি হবেন সেভাবে ডাকা উচিৎ। তবে, স্বামী অসন্তুষ্ট না হলে স্ত্রী স্বামীর নাম ধরে ডাকতে পারে। যেমন যয়নব রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে তার স্বামী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.)-এর নাম ধরে কথা বলেছিলেন। [সহীহুল বুখারী, باب الزكاة على الأقارب হাদীস নং-১৩৬৯।]

স্বামীর নামে নামকরণ বর্তমান ফ্যাশন

হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়ের হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: 'যে কেউ নিজেকে বাবার নাম ছাড়া অন্য নামে ডাকবে তার উপর আল্লাহ, ফিরিশতা ও সমগ্র মানুষের লা'নত বর্ষিত হবে [মুসনাদু আহমাদ।]
হযরত সা'দ ও হযরত আবু বাকরা (রা) হতে বর্ণিত, তাঁরা প্রত্যেকে বলেছেন: আমার দু, কান শুনেছে এবং আমার অন্তর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এ কথা সংরক্ষণ করেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: 'যে ব্যক্তি জেনেশুনে নিজেকে নিজের পিতা ছাড়া অন্যের সাথে সংযুক্ত করে তার জন্য জান্নাত হারাম হয়ে যাবে।[ইমাম মুসলিম: সহীহ্ লি-মুসলিম]

হস্তমৈথুন হুমকি স্বরুপ

হাতের দ্বারা বীর্যপাতের কৌশলের নাম 'হস্ত মৈথুন'। ইমাম আবু হানিফা, শাফি'ঈ, মালেক ও হাম্বলী, ইব্ন বায, ইব্ন 'উসাইমীন, মুহাম্মদ ইব্ন আমীন শানকিতী (রহ.) সহ পৃথিবীর সকল আলিম একমত যে, ইসলাম ধর্মে হস্তমৈথুন বা বিবাহ স্ত্রী ব্যতীত অন্য পন্থায় যৌন সাধ উপভোগ করা হারাম বা নিষিদ্ধ। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেন-

"যারা নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে। নিজেদের পত্নী (স্ত্রী) অথবা অধিকারভুক্ত দাসীগণ ব্যাতীত। এতে তারা নিন্দনীয় হবে না। সুতরাং কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমালঙ্ঘনকারী।"[আল-কুরআনুল কারীম: সূরা আল-মু'মিনুন, আয়াত নং- ০৫-০৭।]
এ আয়াত দ্বারা স্পষ্ট যে, হস্তমৈথুন বা বিবাহিত স্ত্রী ব্যতীত অন্য পন্থায় যৌন সাধ উপভোগ করা হারাম। তাছাড়া আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানও হস্তমৈথুনকে শরীরের মারত্মক ক্ষতিতর বলে উল্লেখ করেছেন। অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা প্রমাণিত যে, এতে শারীরিক ও মানসিক বিশেষ করে পুরুষাঙ্গ বা যৌনাঙ্গের বিরাট ক্ষতি হয়। পবিত্র কুরআ'ন শরীফে বর্ণিত হয়েছে এভাবে-

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُوْن.

-"সে দিন (কিয়ামতের দিন) আমি তাদের মুখের উপর মহর মেরে দিবো, এদের হাত কথা বলবে আমার সাথে এবং এদের পা সাক্ষ্য দেবে এদের কৃত কর্মের।" [এআল-কুরআনুল কারীম সুরা ইয়াসীন, আয়াত নং- ৬৫।]

আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত যে, হাতের দ্বারা বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে অবৈধ সকল পাপ কর্মের কথা আল্লাহর নিকট কিয়ামতের দিন অবশ্যই বলে দিবে। আর 'হস্ত মৈথুন'ও পাপ কর্মের অন্তভূক্ত হওয়ায় তা করা নিষিদ্ধ।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন যে, ব্যক্তি স্বীয় জিহ্বা এবং লজ্জা স্থানের হেফাজাতের জামিন হবে, আমি তার জান্নাতের যাওয়ার জন্য জামিন হবো।" লজ্জা স্থানের হেফাজাতের জন্য হস্ত মৈথুন নিষিদ্ধ। হস্ত মৈথুনের মতো নোংরামীর দ্বারা অনেকের জীবন-ই ধ্বংসের দিকে চলে যায়। এর দ্বারা সৃষ্টি হয় পেসাবের আধিক্য, দৃষ্টিশক্তিহীনতা, মেধাহীনতা, বদ হযমসহ

পৌরষত্বের ধারণ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাওয়ার মতো খুবই মারাত্মক রোগ। এ অভ্যাসের দ্বারা চেহারার সৌন্দর্য্যও নষ্ট হয়ে যায়। বিজ্ঞ হাকীমদের মতে এ অপকর্মে দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পৌরষত্ব হারিয়ে যেতে পারে।

তালাক

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা না হলে সেক্ষেত্রে তালাকের বিধান থাকলেও তালাক কার্যকর না করার জন্য চেষ্টা করার কথাও বলা হয়েছে। কোরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে-

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

-"তাদের (স্বামী-স্ত্রীর) উভয়ের মধ্যে বিরোধ আশঙ্কা করলে তোমরা তার (স্বামীর) পরিবার হতে একজন এবং ওর (স্ত্রীর) পরিবার হতে একজন সালিশ নিযুক্ত করবে, তারা উভয়েই নিষ্পত্তি চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবেন।"[এআল-কুরআনুল কারীম সূরা আন্ নিসা: আয়াত নং- ৩৫]এ প্রসংগে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "একটি জিনিস বিধিসম্মত কিন্তু আল্লাহ পছন্দ করেন না তা হচ্ছে তালাক। [সুনানু আবী দাউদ, باب في كراهية الطلاق হাদীস নং- ১৮৬৩; সুনানু ইবন মাজাহ, হাদীস নং- ২০০৮]

ইসলাম তালাকের প্রতি নিরুৎসাহিত করেছে। তারপরও ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে 'তালাকের' ব্যাবস্থাকেও নিকৃষ্টতম হালাল রেখেছেন। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

-"হে নবী! (তুমি বলো) তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দিতে ইচ্ছে করো, তবে তাদেরকে তালক দিও 'ইদ্দত'-এর প্রতি লক্ষ্য রেখে। ইদ্দতের হিসেব রেখো এবং

তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করো; তোমরা তাদেরকে তাদের বাসগৃহ থেকে বের করে দিও না এবং তারা যেন বের না হয়, যদি না তারা লিপ্ত হয় স্পষ্ট অশ্লীলতায়; এগুলো আল্লাহর বিধান; যে আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করে সে নিজেরই উপর যুলুম করলো। তুমি জানো না, হয়তো আল্লাহ এর পর কোন উপায় বের করে দিবেন। আর যখন তারা তাদের ইদ্দতে পৌছে যায়, তখন তোমরা হয় যথাবিধি তাদেরকে রেখে দিবে, না হয় তাদেরকে যথাবিধি বিচ্ছিন্ন করে দিবে এবং তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে। তোমরা আল্লাহর জন্য সঠিক সাক্ষ্য দিয়ো।"[আল-কুরআ'নুল কারীম সূরা আত্-তালাক্ব, আয়াত নং- ০১-০২।]এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ سَرْحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه.ُ

-"তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দাও, আর তারা তাদের নির্ধারিত সময়ে পৌঁছে যায়, তখন তাদেরকে ভালোভাবে রাখতে পারো অথবা ভালোভাবে পরিত্যাগ করতে পারো এবং তাদেরকে যন্ত্রণা দেয়ার জন্য আবদ্ধ করে রেখো না, তাহলে সীমালজ্ঘণ করবে; আর যে, ব্যক্তি এরূপ করে, সে নিশ্চয়ই নিজের প্রতি অবিচার করে থাকে।"[আল-কুরআনুল কারীম সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত নং- ২৩১।]

পুরুষ খাসী হওয়ার বিধান কি?

কোন মুসলমানের জন্য খাসী হওয়া জায়েয নয়। কারণ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কারো খাসি হওয়ার ব্যাপর অনুমোদন করেননি। সাহাবী উসমান ইবন মাযউন খাসি হওয়ার ব্যাপর অনুমোদন চাইলে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে অনুমোন দেননি। [ইমাম মুসলিম: সহীহ্ লি-মুসলিম, পরিচ্ছেদ- باب اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ لِمَنْ تَاقَتْ نَفْسُه হাদীস নং- ৩৪৭০।]

পরিবারের জন্য খরচ সদকার মত

-"আবু মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "মানুষ তার পরিবারের জন্য সাওয়াবের নিয়তে যখন খরচ করবে তখন তা তার সদকা স্বরুপ। [ইমাম বুখারী: সহীহুল বুখারী, খ. ১ম, পরিচ্ছেদ- باب ما جاء أن الأعمال بالنية الحسن ولكل امرىء ما نوى হাদীস

নং- ৫৫: মুসলিম ইবন হাজ্জাজ সহীহ্ লি-মুসলিম, যাকাত অধ্যায়, পরিচ্ছেদ اب فضل النفقة والصدقة على الأقربين৬ হাদীস নং- ১০০২।]

পরিবার-পরিজন ও অধিনস্থের ভরণ-পোষণের ফযীলত এবং তা না করার অপরাধ সম্পর্কে সহীহ মুসলিমে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন-

أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ.

-"কোন ব্যক্তি যেসব দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) ব্যয় করে থাকে এর মধ্যে ঐ দীনারটি উত্তম যে তার পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করে।"-এ হাদীসের শেষাংশে রাভী আবু কিলাবা বলেন-

وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ يُعِفُّهُمْ أَوْ يَنْفَعُهُمُ اللَّهُ بِهِ ويعنيهم.

-"ঐ ব্যক্তির চেয়ে আর কে বেশী সাওয়াবের অধিকারী, যে তার ছোট ছোট সন্তানদের জন্য খরচ করে এবং আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময় তাদেরকে উপকৃত করেন এবং সম্পদশালী করেন। [মুসলিম ইবন হাজ্জাজ সজ্জাজ সহীহ্ লি-মুসলিম, যাকাত অধ্যায়]।

পরিবারের ভরণ-পোষণ না দিলে গুনাহগার হবে বলে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন।

উপসংহার

উপরের আলোচনা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে , কুরআন ও হাদিসে দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া আছে ।আজকের এই ফেতনার যুগে উক্ত কুরআন হাদিস অনুসরণ করলে দাম্পত্য জীবন হয়ে উঠবে মধুময় ,সেই সাথে সমাজের অহেতুক ডিভোর্স বিবাহ বিচ্ছেদ, তালাকের মতো দুঃখজনক ঘটনা অনেকাংশেই কমে যাবে ইনশাআল্লাহ।

রেফারেন্স বই সমূহ-

১.কুরআন ও নববী আদর্শের আলোকে সুখী দাম্পত্য জীবন
-মুফতি মোহাম্মদ তাকি ওসমানী
২.কুরআন হাদিসের আলোকে ইসলামের দৃষ্টিতে দাম্পত্য জীবন
-ড. মুফতি মোহাম্মদ মানজুরুর রাহমান